বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>035 >>21 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৩৫ >><< ২১শে, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

'ঈশ্বরের নামে' গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ জানালেন পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিক্যানঃ গাজা ভূখণ্ডে চলমান সংঘাত আশু বন্ধ হওয়া দরকার বলে আবেদন করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। এই ভীষণ গুরুতর পরিস্থিতিকে লাঘব করতে আহতদের সহায়তা ও মানবিক ত্রাণ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সাপ্তাহিক প্রার্থনার পর সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি ফিলিস্তিন ও ইসরাইলে গুরুতর পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমাগত ভেবে চলেছি। সেখানে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা থামুন, যুদ্ধ বন্ধ করুন, আপনাদের কাছে এই আমার প্রার্থনা। তিনি আরও বলেন, আমার আশা, বৃহত্তর সংঘাত এড়াতে সব কিছু করা হবে। আহতদের উদ্ধার করা হবে এবং গাজার জনগণের কাছে ত্রাণ পৌঁছবে। সেখানকার মানবিক পরিস্থিতি ভীষণ গুরুতর। পোপ যুদ্ধবিরতি ও পণবন্দিদের মুক্তির জন্য পুনরায় আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবরে হামলার সময় শিশুদের নিশানা করে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠী অনেক ইসরাইলিকে পণবন্দি করেছে। পোপ বলেন, পণবন্দিদের তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

বাজার দর

SENSEX : 64942.40 -16.29
NIFTY : 19406.70 -5.05

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	14.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .06 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .57 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

বায়ুদূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, দিল্লির প্রাথমিক স্কুলগুলির ছুটি বাড়ালো সরকার

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের শীতের মরশুম সবে শুরু হতে চলেছে। পুরোপুরি ঠাণ্ডা পড়তে এখনও দেরি আছে। কিন্তু তার আগেই ধুলো আর ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে গেছে রাজধানী দিল্লি। দূষণের অবস্থা এতটাই খারাপ যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় আগামী বেশ কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছিল দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকা আম আদমি পার্টি (আপ)-এর সরকার। এবার স্কুল বন্ধ রাখার সময়সীমা আরও বাড়ানো হল। আগেই দিল্লির আপ সরকারের তরফে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫ নভেম্বর অর্থাৎ গতকাল রবিবার পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। স্কুল খোলার কথা ছিল সোমবার ৬ নভেম্বর। উঁচু ক্লাসের পঠনপাঠন বন্ধ রাখা হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দিলেও বলা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অনলাইন ক্লাস করানো যেতে পারে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বাতাসে দূষণের মাত্রা কমেনি বরং তা আরও বেড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অতিশী জানিয়েছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখার সময়সীমা ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ রাখার দরকার নেই। তবে স্কুল চাইলে অনলাইন ক্লাস করাতে পারে। গত পাঁচ দিনের মতো রবিবার সকালেও ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছিল রাজধানী। দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বর্তমানে ৪৬০। ভয়ঙ্কর এই বায়ু দূষণ নিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা। তারা জানিয়েছেন এতে শিশু এবং বৃদ্ধদের মধ্যে চোখের রোগ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়বে। কয়েক দিনে দিল্লি এনসিআর সহ সংলগ্ন এলাকায় মাইক্রোস্কোপিক পিএম ২.৫ কণার পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে দিল্লি সরকারের নির্ধারিত নিরাপদ সীমা ৬০ মাইক্রোগ্রামের থেকে ৭-৮ গুণ বেড়ে গেছে। বর্তমানে এই কণার পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত প্রতি ঘন মিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের চেয়ে ৮০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। এই কণা ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে গুরুতর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। গত কয়েক দিনে হঠাৎ করেই পারদ পতন, স্থির বাতাস এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ধান কাটার পর খড় পোড়ানোর কারণে দিল্লি এনসিআর এলাকার বায়ুর গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে। ২৭ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বরের মধ্যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ২০০ পয়েন্ট বেড়ে গেছে। শুক্রবার ৩ নভেম্বর তা ৪৫০ পেরিয়ে 'সিভিয়ার প্লাস' বিভাগে পৌঁছে গেছে। শুক্রবার বিকেল চারটের পর থেকে শনিবার ৪ নভেম্বর ভোর ছ'টার মধ্যে সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও ২৪ ঘণ্টার গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স এখনও ৪৬৮ পয়েন্টে রয়েছে।

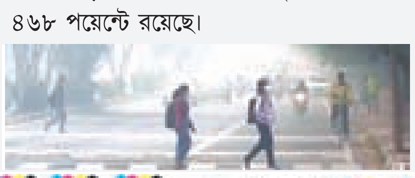

নরেন্দ্র মোদী সরকার তথা বিজেপি ভারতে জাতি গণনার বিরোধী নয় ঃ অমিত শাহ

নয়া দিল্লি ঃ মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর ভারতের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট হবে মিজোরাম ও ছত্তীসগড়ে। তার ঠিক আগের দিন সোমবার ভারতীয় সময় বিকেলে আইইডি বিস্ফোরণে ছত্তীসগড়ে আহত হয়েছেন বিএসএফ জওয়ান ও ভোটকর্মীরা। এই ছত্তীসগড়েই শুক্রবার ৩ নভেম্বর নির্বাচনী প্রচারের শেষ লগ্নে জাতি সমীক্ষা নিয়ে নতুন মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির এই শীর্ষ নেতার কথায়, বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী সরকার জাতি সমীক্ষার বিরোধী নয়। বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল। আমাদের অনেক ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সকলের মত নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথা বলার পর বিজেপির ওবিসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি ড. নিখিল আনন্দও একই কথা বলেন। তার বক্তব্য, বিজেপি কখনও জাতি সমীক্ষার বিরোধী ছিল না। বিহারে নীতীশ কুমারের সরকারের কাস্ট সেন্সাস-এর সিদ্ধান্তের শরিক বিজেপিও ছিল। ঘটনাচক্রে সেন্সাস শুরু হয় তিনি বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার পর। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপির ওবিসি মোর্চার নেতা জাতি সমীক্ষা নিয়ে যে কথা বলেছেন তা দলের এতদিনের ঘোষিত অবস্থানের বিপরীত। বিহারে কাস্ট সেন্সাস করার আগে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে গোটা দেশেই তা করার আর্জি জানিয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সেই আর্জিতে সাড়া দেননি মোদী-শাহই। ওবিসি সংরক্ষণের দাবি নিয়ে প্রকাশ্য সভায় বিরোধীদের সমালোচনায় মুখর হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ছত্তীসগড়ে বিধানসভা ভোটের প্রচারেও প্রধানমন্ত্রী কাস্ট সেন্সাস এবং ওবিসি সংরক্ষণের দাবি নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মূলত নিশানা করেন কংগ্রেসকে। দেশে জনগণনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই করে থাকে। করোনার জন্য এবার জনগণনা এখনও হয়নি। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী তা ২০২১-হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। গণনা কবে হবে, আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। অমিত শাহের শুক্রবারের বক্তব্যের পর জনগণনার সম্ভাবনা রাজনৈতিক চর্চায় উঠে এসেছে। কংগ্রেসের দাবি, কাস্ট সেন্সাস এবং ওবিসি সংরক্ষণের দাবি মানুষের সমর্থন পাচ্ছে, ভোটের মুখে তা টের পেয়েছে বিজেপি। ছত্তীসগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় জনসংখ্যার ৭০-৭৫ শতাংশ দলিত, আদিবাসী এবং ওবিসি। বিরোধীদের কাস্ট সেন্সাস-এর দাবি এই ভোটারদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।

গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের সংস্থা এবং অন্যান্য দাতব্য সংস্থা

জেনেভা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ইসরাইল-অধিকৃত পশ্চিম তীরে একটি ঝটিকা সফর করেছেন। এরপর সোমবার আলোচনার জন্য তুরস্কে যান তিনি।

ইসরাইল বলেছে, হামাসের ওপর আক্রমণ শুরু করার পর থেকে তারা ২,৫০০-এর বেশি সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এবং আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থাগুলো গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে বিরল একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে বিশ্ব ইসরাইল এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের পরিস্থিতি দেখছে এবং নিহত ও বিচ্ছিন্ন মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় হতবাক ও আতংক অনুভব করছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এটি ভয়াবহ। সংস্থাগুলো উল্লেখ করেছে, ইসরাইলে কমপক্ষে ১৪০০ জন নিহত হয়েছে এবং ২০০ জনের বেশি মানুষ জিম্মি হয়েছে। গাজায় আরও বেশি বেসামরিক মানুষের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হলো জুলুম যেমনটা লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে খাদ্য, পানি, ওষুধ, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। বিবৃতিতে সংস্থাগুলো বলেছে, যথেষ্ট হয়েছে। এটি এখন বন্ধ করতে হবে। বিবৃতি জারি করা দলের কয়েকটি সংস্থার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দ্য চিল্ড্রেন এবং মার্সি কোর। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রবিবার দক্ষিণ ইসরাইলের র‍্যামন এয়ার ফোর্স ঘাঁটিতে পাইলটদের সাথে কথা বলার সময় তার বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেছেন আমাদের জিম্মিদের ফিরিয়ে না দিলে কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, ইসরাইলি সামরিক অভিযানে ৯,৭০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

উত্তর চীনে প্রবল তুষারপাত, মঙ্গোলিয়ায় মৃত আট

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ প্রবল তুষারপাতে বিপর্যস্ত চীনের হেলিয়ংজিয়াং প্রদেশ। মঙ্গোলিয়ায় তুষারপাতের ফলে মৃত আট পশুপালক।

হেলিয়ংজিয়াংয়ের রাজধানী শহর হারবিনে প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বহু ট্রেন ও প্লেন বাতিল করা হয়েছে। প্রায় সব প্রধান সড়ক বন্ধ। এই প্রদেশের বিশাল এলাকা বরফের তলায় চলে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষকে বলা হয়েছে, তারা যেন জরুরি কারণ ছাড়া বাইরে না আসেন বা অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা না করেন।

হারবিনে ৫০ লাখের মতো মানুষ বসবাস করেন। টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, সেই শহরে ট্রাক ও গাড়ির বিশাল লাইন রয়েছে।

বহু বিমান ও কয়েকশ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সংবাদপত্র চায়না ডেইলি-র রিপোর্ট বলছে, ২৪ হাজার মানুষ রাস্তা থেকে বরফ পরিষ্কার করার কাজ করছেন।

জিয়ামুসি শহরে একটি জিমের একটা অংশ ভেঙে পড়ে। সেখানে তিনজন আটকে পড়েছেন। তবে অতিরিক্ত বরফ পড়ার জন্য নাকি অন্য কোনো কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়নি।

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষকে বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষকে বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মঙ্গোলিয়াতেও প্রবল বরফ পড়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে ছয়জন নারী, একজন পুরুষ ও একটি ১২ বছর বয়সি বাচ্চা মারা গেছেন। তারা তাদের পশুর সন্ধানে বাইরে গিয়েছিলেন।

আফগান শরণার্থী তোরখামে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল নেই। পানীয় জলের জোগানও পর্যাপ্ত নেই

পাকিস্তান-ফেরত আফগানরা সীমান্ত পেরোতেই জল, খাদ্য ও আশ্রয় সংকটে, জানাচ্ছে ত্রাণ গোষ্ঠীগুলি

তোরখাম ঃ গ্রেফতার ও প্রত্যাবাসন এড়াতে পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া আফগানরা খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছে। তাদের উপযুক্ত আশ্রয়, খাদ্য, পানীয় জল ও শৌচাগার নেই। নিজভূমে পৌঁছতে একবার সীমান্ত অতিক্রম করলেই তাদের এমন অবস্থা। ত্রাণ সংস্থাগুলি রবিবার এমনটাই জানিয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহে কয়েক লক্ষ আফগান পাকিস্তান ত্যাগ করেছে, কেননা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বিদেশীদের ধরপাকড় করছে। তাদের দাবি, এই বিদেশীরা অবৈধভাবে পাকিস্তানে বসবাস করছে। অভিবাসীদের নথিপত্র পরীক্ষা করতে তারা প্রতিটি বাড়িতে যাচ্ছে। দেশ ছাড়তে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল পাকিস্তান। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তান ত্যাগ না করলে নতুন অভিবাসন-বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে অভিবাসীদের গ্রেফতার করা হবে।

আফগানরা মূলত দুটি সীমান্ত ক্রসিং (তোরখাম ও চমন) দিয়ে পাকিস্তান ছাড়ছে। সীমান্তের অপর প্রান্তে শিবির তৈরি করেছে তালিবান। আফগানিস্তানে নিজভূমে যতদিন এই পাকিস্তান-ফেরত আফগানরা ফিরে না যায়, ততদিন এই শিবিরে তারা আশ্রয় নিতে পারবে।

ত্রাণ গোষ্ঠীগুলি জানিয়েছে, তোরখামে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল নেই। পানীয় জলের জোগানও পর্যাপ্ত নেই। আগুন ছাড়া উষ্ণ থাকার উপায় নেই। নেই আলো ও শৌচালয়। খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করতে হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যবিধি বেহাল। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন আফগানিস্তানে প্রবেশ করছে বলে জাতিসংঘ ও ত্রাণ গোষ্ঠীগুলি অনেক সুবিধাকেন্দ্র স্থাপন করছে।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শহর পেশোয়ারে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে বাস করতেন কায়াল মহম্মদ। তার পাঁচ সন্তান। প্রায় এক সপ্তাহ আগে তাকে আফগান সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে তিনি জানান, বাড়ির কোনও জিনিসপত্র তাকে সঙ্গে নিতে দেওয়া হয়নি। তার ও তার পরিবারের সমস্ত বিষয়-আশয় রয়ে গেছে পাকিস্তানে।

তার ৭ বছর বয়সী মেয়ে হাবা কাঁদছে কারণ তার জ্বর। প্লাস্টিকের বোতল কেটে তাতে সকালে চা পান করছে সে এবং কম্বল ছাড়াই ঘুমোচ্ছে।

হাবার বাবা সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা তালিবান সরকারের কাছে কিছু দাবি করতে পারি না।

এক মাস তিন দিন সাইকেলযাত্রা করলেন কোচবিহারের ছেলে জয়ন্ত বর্মন

কোচবিহার ঃ কোচবিহার থেকে সাইকেল চালিয়ে ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেছিলেন জয়ন্ত বর্মন তিনি জানান তার এই সাইকেল যাত্রা প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার হয়। এ বিষয়ে তিনি বলেন ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছে বিভিন্ন হসপিটাল নার্সিংহোম থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় ঘুরেছেন এবং কোচবিহার থেকে যারা গিয়েছেন ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য তাদের সাথেও যোগাযোগ করেছেন, তিনি ফিরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বলেন কোচবিহার থেকে যারা বাইরে চিকিৎসা করতে যায় তাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তারপরও তারা ওখান থেকেই চিকিৎসা করাচ্ছে, তিনি বলেন ব্যাঙ্গালোরে যেরকম পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় সেরকম পরিকাঠামো যদি কোচবিহারে হয় তাহলে খুবই উপকার হয় কোচবিহারের মানুষের জন্য। জয়ন্ত বর্মন বলেন তিনি ফেরার পথে যখন উত্তরবঙ্গে ঢোকে তখন তার সাইকেলে একটা ব্যানার লাগিয়েছিলেন,সেটা ফাঁসির ঘাটের সেতু নিয়ে তার একটি দাবি রয়েছে , যেটা ২০১৬ সাল থেকে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করে আসছে ফাঁসির ঘাটের সেতুনিয়ে। তিনি বলেন আমি যখন উত্তরবঙ্গে ঢুকি তখনই ওই ব্যানার আমার সাইকেলের সামনে লাগানো ছিলো, কারণ এই ফাঁসির ঘাটের সেতু নিয়ে তিনিও আন্দোলনকারীদের সাথে আন্দোলন করে আসছে তিনি সরকারের কাছে আবেদন রেখেছেন অতি শীঘ্রই যেন এই সেতু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে সরকার। তিনি বলেন প্রতিদিন প্রায় কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার লোক এই বাসের সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার হচ্ছে তাই যদি এটা পাকাপোক্তভাবে সেতুটি তৈরি হয় তাহলে খুবই আনন্দিত এবং খুবই উপকার হবে সাধারণ মানুষের জন্য তিনি বলেন এই সেতু দাবি আমি সবসময় করে আসছি আজও বলছি যতদিন এই সেতু তৈরি না হচ্ছে ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে। আমার এই সাইকেল ভ্রমণের পেছনে এটি একটি কারণ রয়েছিল যেটা উত্তরবঙ্গে ঢোকার পরেই আমার সাইকেলের সামনে পোস্টার লাগানো ছিল আশা রাখছি আমাদের এই দাবি সরকার মেনে নেবে।

পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে জলপাইগুড়িতে পাকা রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় উচ্ছ্বসিত স্থানীয় বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি ঃ পথশ্রী প্রকল্পে পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে ময়নাগুড়ির চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮৩ নম্বর বুথে। রাস্তার কাজ শুরু হয় গ্রামবাসীরা খুশি। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকা ১৮৩ নম্বর বুথের রাস্তা পাকা হচ্ছে এতে গ্রামবাসীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি গ্রামের রাস্তা যেন উন্নত মানের করা হয় সেটার দাবিও তুলেছেন তারা। এলাকার বুথ সভাপতি তৃণমূলের রহিম রায় বলেন, আমরা প্রচন্ড আনন্দিত আমাদের এলাকার রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এই রাস্তার জন্য। রাস্তার কাজ ভালোভাবে হোক সেটাই চাই আমরা।
স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল রায় নিখিল মন্ডল বলেন, আমাদের বুথের রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েক শত লোকজন ও গাড়ি যাতায়াত করে। রাস্তা পাকা না থাকার কারণে বর্ষার সময় আমাদের ভুক্তভোগী হতে হত। রাস্তা পাকা হচ্ছে এতে আমরা খুশি।

শিলিগুড়িতে আজ থেকে শুরু হয়ে গেল আতশবাজি মেলা

শিলিগুড়ি ঃ দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আজ থেকে শুরু হল শিলিগুড়িতে আতশবাজির মেলা। শিলিগুড়ি কাওয়াখালী মাঠে এবছর আতশবাজির মেলা বসছে। দীপাবলীর উৎসব পেরিয়ে ছট পুজো পর্যন্ত এই আতশবাজির মেলার বেচাকেনা চলবে। রবিবার মেলার উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন সারাবাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায়। তিনি জানান, গত বছরের মতোই এবছর কাওয়াখালী মাঠে আতশবাজি মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ৫০ টি স্টল এখানে থাকবে। সমস্ত বাজি বিক্রেতারা একযোগেই এই মেলায় স্টল করে বেচাকেনা করবেন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এই মেলা চালু হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি জানান এবার এ রাজ্যে একসাথে ১৫০ টি আতশবাজি মেলা হচ্ছে, যার মধ্যে ৩টি সবচাইতে বড়ো। এক কলকাতার শহীদ মিনার ময়দান, দ্বিতীয় ডুমুরজলা হাওড়া স্টেডিয়াম এবং তৃতীয় কাওয়াখালীর এই মাঠের মেলা। এই ৩টি মেলাতেই ৫০টি করে ষ্টল নিয়ে এই বৃহৎ আকারের আতশবাজির মেলার আয়োজন করা হয়েছে যা বাকি ১৪৭টি আতশবাজি মেলাতে নেই। এছাড়াও এদিন তিনি বিক্রেতাদের হুমকি দেন, যাতে কোনো প্রকার পরিবেশ দূষণকারী কোনো আতশবাজি বিক্রি করা না হয়। আর যদি করা হয় তাহলে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা করা হবে সেই বিক্রেতার বিরুদ্ধে।

পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে আদালতের দারস্থ হতে চলেছে বিজেপি

জলপাইগুড়ি ঃ জেলের বদলে হাসপাতাল কেবিনে রেখে যুব তৃনমূল জেলা সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জীকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তর। এবার এই দুই দপ্তরকে পার্টি করে আদালতের দারস্থ হতে চলেছে বিজেপি।রবিবার বিকেলে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ছিলো।সম্মেলনে এই কথা জানান বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী বাপী বাবু বলেন জলপাইগুড়ির সমাজসেবী দম্পতির আত্মহত্যা কান্ডে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে আদালতের নির্দেশে সৈকত চ্যাটার্জীর ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে। তাকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি অসুস্থ হয়ে যান।

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে পৌর কর্মকর্তাদের ওপর ক্ষুব্ধ মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমে আয়োজিত হলো ২১ তম বোর্ড মিটিং।এই সভায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে মোশন আনলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শালিনী ডালমিয়া। সোমবার দুপুর দেড়টা থেকে শুরু হওয়া এই বোর্ড মিটিংয়ে শালিনী ডালমিয়া বলেন তার ওয়ার্ডে একাধিক জায়গায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে তিনি পুরনিগমের আধিকারিকদের কাছে একাধিকভাবে অভিযোগ করেছেন কিন্তু পুরনিগম থেকে কোনো সার্ভে পর্যন্ত সেখানে করা হয় নি। যার ফলে অবৈধ নির্মাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই বিষয়টি নিয়ে পুর আধিকারিকদের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মেয়র। তিনি বলেন অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি নিয়ম অনুযায়ী কাজ না হয় তাহলে যেই আধিকারিকের কাজে গাফিলতি থাকবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিশুদের মধ্যে জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্টের ঘটনা ক্রমশই বাড়ছে জলপাইগুড়িতে। এই নিয়ে কিছুটা আতঙ্কিত অভিভাবকরা। যদিও আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে একটু সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন চিকিৎসকরা

জলপাইগুড়ি ঃ সোমবার দুপুরে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে শিশুদের কোলে নিয়ে মায়েদের ভিড় দেখা যায়। এই মুহূর্তে শিশুদের জ্বর, সর্দি, কাশি, টনসিল ফুলে যাওয়া ও শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসছেন অভিভাবকরা। অনেক শিশুর চিকিৎসাও চলছে হাসপাতালে। যদিও চিকিৎসকদের মতে হাবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যই এমনটা ঘটেছে। বিষয়টিকে ভাইরাল ফ্লু বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা। মূলত ছয় মাস বয়স থেকে শুরু করে ছয় বছর বয়সী শিশুরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধীনে থাকা জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ আসিফ ইকবাল বলেন, এই সময়ে একটু অসাবধান হলেই সমস্যা। তাই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অভিভাবকদের পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া শিশুরা অসুস্থ হলে নিজে থেকে কোনও অষুধ না খাওয়ানোর পরামর্শ দেন তিনি। বলেন, খুব বেশি জ্বর হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে বড়জোর প্যারাসিটামল খাওয়ানো যেতে পারে। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক বলেন, অযথা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই। আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় এমনটা হয়ে থাকে।

প্রয়াত সাংসদ এবিএ গণিখান চৌধুরীর ৯৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানোর তোরজোড় শুরু

মালদা ঃ মঙ্গলবার প্রয়াত সাংসদ এবিএ গণিখান চৌধুরীর ৯৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানোর তোরজোড় শুরু হয়েছে। সামনের বছর লোকসভা নির্বাচন। আর সেই লোকসভা নির্বাচনের আগেই মালদা রূপকার প্রয়াত সাংসদ গনিখান চৌধুরী যে আরো একবার বিভিন্ন দলের কাছে হাইলাইট হতে পারে, সেটিও মনে করছে জেলার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। প্রতিবছরের মতোন এবছরও গনিখান চৌধুরীর জন্ম দিবসে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকেও প্রয়াত গনিখান চৌধুরীকে শ্রদ্ধা জানাতে কোতোয়ালির বাড়িতে মাজারে ফুল দেওয়া এবং মালদা শহরের বিভিন্ন স্থানে এলাকার গনিখানের মূর্তিতেও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু) । যিনি প্রয়াটো গণিখান চৌধুরীর ভাই । ইতিমধ্যেই তিনি দলের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার গণিখান চৌধুরী ৯৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূটির তালিকা জানিয়ে দিয়েছেন। যার মধ্যে কোতোয়ালির বাড়িতে গনিখান চৌধুরীর মাজারের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো, দলের পক্ষ থেকে একটি রেলি করা, মালদা শহরের টাউন হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মালদা শহরের বৃন্দাবনী মাঠ এবং রথবাড়ি এলাকায় গনিখানের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রতি স্মৃতিচারণ করা হবে। কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তথা দলের জেলার কার্যকরী সভাপতি ইশাখান চৌধুরী জানিয়েছেন, গনিখান চৌধুরী এবছর ৯৭ তম জন্ম দিবস। প্রতি বছরের মতো এবছরও গণিখান চৌধুরীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নানান ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সবাইকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিকে জেলার তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কোতুয়ালির বাড়িতে প্রয়াত সংসদ গনিখান চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মাজারে ফুল দেওয়া হবে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মামা গনিখান চৌধুরী প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাবো। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, গণিখান সাহেবের জন্ম দিবস উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে আলোচনা করে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩০ অক্টোবর খাদ্য দপ্তর এর সামনে লেন্সে স্ট্রিটে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি নেওয়া হয়

কলকাতা ঃ এই বিক্ষোভ সমাবেশের মূলত দাবী হয় সাধারণ মানুষকে রেশন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীদের পাহাড় প্রমাণিতির বিরুদ্ধে অবিলম্বে তাদের শাস্তি চাই বর্তমানে বনমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্তের দাবিতে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে কঠোর শাস্তির চাই এবং বাকিপুর রহমানের বিরুদ্ধে উঠেছে ইতিমধ্যে ১০০ কোটি সম্পত্তি তদন্তকারী হদিশ পেয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী এই একই অভিযোগে এবং পাখিপুর রহমানের সাথী হিসেবে গ্রেফতার হয়েছে তাদের কঠোর শাস্তি এবং পদত্যাগের দাবি এই অবস্থান বিক্ষোভ

শিলিগুড়িতে হাতির আক্রমনে জখম হলেন ৩ জন

শিলিগুড়ি ঃ নকশালবাড়ির রঘুজোত ও ঢাকনা জোত এবং খড়িবাড়ির প্রসাদু জোতে হাতির আক্রমনে জখম হলেন ৩ জন। জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় খড়িবাড়ির প্রসাদুজোতে সাইকেল নিয়ে রাস্তা পারাপার করার সময় এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে দলছুট হাতি।ঘটনায় গুরুতর জখম হন নগর বর্মন।আহতকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখান থেকে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। অন্যদিকে নকশালবাড়ির রঘুজোত ও ঢাকনা জোতে হাতির হানায় টিগেন সিংহ ও কৃষ্ণকান্ত বর্মন জখম হন। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাস্তার পাশে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাস্তার পাশে এক অজ্ঞাত পরিচত ব্যাক্তির অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ শহরের সুকান্ত মোড় এলাকায় রায়গঞ্জ ¯ বালুরঘাট রাজ্য সড়কের পাশে একটি ঔষধের দোকানের সামনে।ঘটনার খবর দেওয়া হয় কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশকে এবং স্থানীয় ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রথিন্দ্র নাথ গুহকে।পুলিশ এসে মাঝ বয়সি অজ্ঞাত পরিচিত ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে।প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়েছে ব্যাক্তির।পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত রিজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে এবং মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে মৃত ব্যাক্তি নাম শান্ত ভট্টাচার্য বাড়ি কালিয়াগঞ্জের মজলিসপুর এলাকায়।পুলিশ তদন্তে মৃত ব্যাক্তির আসল পরিচয় বেড়িয়ে আসবে।

চা বাগানের ভিতরে একজোড়া চিতাবাঘের শাবকের দেখা মেলায় চাঞ্চল্য ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে

জলপাইগুড়ি ঃ চা বাগানের ভিতরে একজোড়া চিতাবাঘের শাবকের দেখা মেলায় চাঞ্চল্য ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে। সোমবার সকালে কিলকোট চা বাগানের ১৭ নং সেকশনের ভিতর ২ টি চিতাবাঘের শাবক নজরে আসে কর্মরত শ্রমিকদের ।খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় এলাকায়।ওই এলাকায় আতঙ্কে কিছুক্ষন কাজ বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা।খবর পেয়ে খুনিয়া স্কোয়াড থেকে বনকর্মীরা এসে শাবক গুলোকে বাগানেই রেখে দেয়। সেই সাথে সাধারণ মানুষ যাতে সেই লেপার্ড শাবকের সামনে আসতে না পারে সেই দিকেও নজর রাখে তারা। মনে করা হচ্ছে মা লেপার্ড খাবারের সন্ধানে আশেপাশেই রয়েছে। সন্ধ্যার পর তাদের মা শাবকদের সেখান থেকে নিয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে শাবকগুলোকে সেখান থেকে সরালে পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে।

সড়কের ধারে থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনায় চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ারঃ সড়কের ধারে থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের পানবাড়ি এলাকায় । আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের কোহিনূর এলাকার বাসিন্দা ১৭ বর্ষীয় যুবক সুমিত ওরাঁও গতকাল ঘর থেকে বেরিয়েছিল এবং সে পানবাড়ি এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসেছিল । সারারাত সে ঘড়ে ফিরেনি সোমবার সকালে পানাবাড়ি এলাকায় সড়কের ধারে সুমিত ওরাঁও রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা শামুকতলা থানায় খবর দেয় ঘটনাস্থলে শামুকতলা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে । পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর পর মালদা মেডিক্যাল কলেজে তোলপাড়

মালদা ঃ ভুল ইনজেকশন দেওয়ার অভিযোগে এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় ধুমধুমার মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটালড পরিস্থিতি সামাল দিতে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটালেড জানা যাইড পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মালদা শহরের মীরচক এর বাসিন্দা সাহিল শেখ রবিবার দুপুরে ভর্তি হয় ড মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেড পরিবারের লোকের অভিযোগ দীর্ঘক্ষণ সময় পার হয়ে গেল তার চিকিৎসা সেভাবে হয়নিড পরিবারের লোকের অভিযোগ বারবার চিকিৎসার জন্য আবেদন করার পর বিকেলে ইনজেকশন ইনজেকশন দেওয়া হয় তারপরই সাহিল শেখের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, তারপরেই মৃত্যু ঘটে পরিবারের লোকের অভিযোগ ভুল ইনজেকশন দেওয়ার পরই মৃত্যু ঘটেছেড কর্তব্যরত যে সিস্টার ইনজেকশন দিয়েছে সে কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছে পরিস্থিতি সামাল দিতে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ধান পাকলে আশ্বিন মাসে, চাষী শ্রমিক বাবুই হাসে

জলপাইগুড়ি ঃ কথায় আছে ,,,,ধান পাকলে আশ্বিন মাসে,
চাষী শ্রমিক বাবুই হাসে ।
আবার বাবুই পাখি খেয়ে খেলে
করছে জমির ধান নষ্ট,
চাষী শ্রমিকদের মাথার ঘাম ঝরিয়ে
ধানফলাতে হয় ভীষণ কষ্ট ।
তবুও চাষিরা আনন্দে
থাকেন সদাই ছন্দে,
কেননা চাষির ঘামের জ্বালা
নিরাময় হয় নতুন ভাতের গন্ধে।

সত্যিই আর্লি সিজনে জমিতে ধান পাকলেই চাষীদের মধ্যে যথেষ্টই আনন্দ অনুভব হয়। এক আনন্দ উল্লাসের শুকানুভূতিতে তারা অনেকটাই উজ্জীবিত উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। সেরকমই এদিন মাঠে ধান কাটতে এসে মালতি রায় বলেন প্ঞ্জগুড্র সিজনে ধান পাকাতে একদিকে যেমন তারা ভীষণ খুশি অন্যদিকে আর্লি ধান পাকলে বাবুই পাখিদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কেননা এসময় বাবুই পাখিরা ধান খেয়ে শেষ করে দেয়। তবু তিনি খুশি এ কারণেই পাখিদের ক্ষতির পরও নতুন ধান ঘরে আসছে বলে। এবং দুমুঠো ভাতের জোগাড় হচ্ছে। ৯০ বছর চাষবাসে অতিবাহিত করা চাষী গোপাল রায় বলেন বছরের শেষে যখন নতুন ধান ঘরে আসে তখন আনন্দ উপভোগ করাটাই স্বাভাবিক। কারণ এই ধান খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হয় সারাটি বছর ধরে। তাই আর্লি সিজনে ধান পাকলে আমরা সত্যিই খুব খুশি বলে জানালেন গোপালবাবু।

কেন্দ্রীয় সংস্থা আইওসি'র (ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন) বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের কর্মকর্তারা

মালদা ঃ কেন্দ্রীয় সংস্থা আইওসি'র (ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন) বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের কর্মকর্তারা। সোমবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের কোর্ট স্টেশন এলাকায় আইওসির অফিস চত্বরে অস্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায্যমজুরির সহ বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের মালদা জেলার আহ্বায়ক পুতুল সরকার, সংগঠনের চেয়ারম্যান আশীষ সিংহ, ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ন সংগঠনের উত্তর মালদা সম্পাদক বাসুদেব ঘোষ সহ অন্যান্যরা।
এদিন কেন্দ্রীয় ওই গ্যাস বটোলিংক প্লান্ট সংস্থার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলে বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য এখানে অস্থায়ী কর্মীদের ন্যায্যমজুরি দেওয়া হচ্ছে না। আবার সেপ্টেম্বর মাস থেকে যারা নতুনভাবে কাজে যুক্ত হয়েছেন তাদের পারিশ্রমিক এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। এছাড়া শ্রমিকদের দুর্ঘটনা মুখে পড়লে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও কোনরকম হেলদোল দেখাচ্ছে না সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তারা। তাই এদিন বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়েই এই আইওসির গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

সাহুনদীর পা ভেজানো জলে ভাসা সারিসারি কাঠামো সরানোর কাজে নামল প্রশাসন

শিলিগুড়ি ঃ সপ্তমী থেকে দশমী, চারদিনে পূজো শেষ। সাহুনদীর পা ভেজানো জলে ভাসা সারিসারি কাঠামো সরানোর কাজে নামল প্রশাসন। দশমীর পরেও পূজোর আনন্দে ভাটা পড়েনি। ত্রয়োদশীতেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলল প্রতিমা নিরঞ্জন। শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীতে দূষণ রোধে তৎপর প্রশাসন। ফুল সহ পূজোর সামগ্রী যেমন সরাসরি নদীতে ফেলতে দেওয়া হয়নি। তেমনই প্রতিমা নিরঞ্জনের পর সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে কাঠামো। এমনকি বিসর্জন শেষেও কাঠামো থেকে শুরু করে কোনো রকমের সামগ্রী নদীতে পড়ে রয়েছে কি না, তাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে এসজেডিএর সাফাই কর্মীরা। পাশাপাশি হোস পাইপের সাহায্যে নদীর জলের মধ্যেই প্রতিমা গলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক একই ছবি ধরা পড়ল শিলিগুড়ি শহরের অদূরে ডাবগ্রাম ২ নং অঞ্চলের বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া সাহুনদীর থারুঘাটিতে। প্রতিবছরের মতো চলতি বছরেও বহু ক্লাব প্রতিমা বিসর্জন করেছেন এই নিরঞ্জন ঘাটে। বাদ যায়নি বাড়ির পূজো গুলোও। মূলত শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত বেশিরভাগ পূজো মন্ডপ এবং বাড়ির পূজোর প্রতিমাগুলো নিরঞ্জনের জন্য বাছাই করা হয়েছে সাহুনদীর থারুঘাটকে। প্রায় ১৫০টির মতো প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে এই ঘাটে। দশমীর পরেও পুজোর আনন্দে ভাঁটা পড়েনি। বরং ত্রয়োদশীতেও চলল প্রতিমা নিরঞ্জন। প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে টানা তিনদিন ধরে মাইক বাজিয়ে, নেচে গেয়ে বিসর্জন হলেও, বর্তমানে গোড়ালি ভেজা টলটলে জলে ভাসছিল একের পর এক কাঠামো। নদীর এই জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে তৎপর হয় প্রশাসন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ, বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জার তত্ত্বাবধানে এবং থারুঘাটি কমিটির সহযোগিতায় শুক্রবার থেকে জেসিবি নামিয়ে ঘাট পরিষ্কার করার কাজে নেমেছে সাফাই কর্মীরা।

তিস্তায় মাছের মড়ক

মালদা ঃ গোলা,বারুদ!হাতির হানার ঘটনার পর এবার নতুন বিপদ তিস্তায়। মরে ভেসে উঠলো বোরোলি,দারাঙ্গি সহ তিস্তার একাধিক নদীয়ালী মাছ। জল দুষনের কারনেই এই ঘটনা বলে অনুমান। ঘটনার কারন খুঁজতে মৎস্য দফতরের দারস্থ স্থানীয় পঞ্চায়েত। তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় জেলা পুলিশের নজর দাড়ি অব্যাহত রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ৪ অক্টোবর সিকিম পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় তিস্তায়। পাহাড় থেকে নদীর জলে ভেসে আসে সেনা বাহিনীর সমরাস্ত্র। যা ফেটে এক জনের মৃত্যু হয়। আহত হন একাধিক জন।সেনা পুলিশের যৌথ সার্চ অপারেশনে কিছুটা বিপদ মুক্ত হলেও এখনো পুরোপুরি বিপদমুক্ত নয় তিস্তার চর এলাকা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট,চরম দুর্ভোগে রোগীর আত্মীয় পরিজনের

জলপাইগুড়ি ঃ পূজোর মরশুমে জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে রক্ত শুন্য। পূজোর মরশুমে একদিকে যেমন আনন্দ, সেই আনন্দের মাঝে রক্ত না পেয়ে দিশেহারা রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা।জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সদর হাসপাতাল, যা জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংক নামে পরিচিত, সেখানে রক্তশূন্য। ব্লাড ব্যাংকের বোর্ড ফাঁকা। কোন রক্ত নেই ব্লাড ব্যাংকে। চরম দুর্ভোগে রোগী ও রোগের আত্মীয় পরিজনেরা। অভিযোগ,স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এমন দুস্থ রোগীর আত্মীয় পরিজনরা রক্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে আসলে ১০৫০ টাকা সহ ডোনার দিয়ে রক্ত মিলছে, যদিও অনেক সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে এই রক্তের জন্য বলে রোগীর আত্মীয় উত্তম ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন। রোগীর আত্মীয় পরিজনদের আরও অভিযোগ রক্তের কার্ড দিয়েও রক্ত মিলছে না। দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট। চরম দুর্ভোগে রোগীর আত্মীয় পরিজনের। স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন ব্লাড ব্যাংকে রক্তের জন্য আশা উপভোক্তারা।সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে ব্লাড ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্স রোবিনা পাঠো জানান, ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট চলছে। এই মুহূর্তে জনগণের কাছে অনুরোধ বেশি বেশি করে রক্তের ক্যাম্প করলেই রক্তের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। আর এতেই হয়তো সমস্যার সমাধান হবে।

সদ্যোজাত শিশুর মুন্ডু উদ্ধার

মালদা ঃ সদ্যোজাত শিশুর মুন্ডু উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য।মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে সদ্যোজাত শিশুর মুন্ডু উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।

কিভাবে সদ্যোজাত শিশুর মুন্ডু ওই এলাকায় এলো তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন রবিবার সকালে সদ্যোজাত শিশুর মুন্ডুটি চোখে পড়ে স্থানীয়দের। তবে কোথা থেকে মুন্ডুটি রাস্তার ধারে আসলো তা বলতে পারেনি তারা। তারা জানিয়েছেন মৃত শিশুর শরীরের অংশ দেখা যায়নি। শুধু পড়েছিল মুন্ডুটি। তবে সদ্যোজাত শিশুর মুন্ডুটি যারাই ফেলে থাকুক না কেন তা তদন্ত হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পূজো শেষ হয়েও শেষ হয়না তিস্তা পারে। ফের ১ দিনের দুর্গা পূজোয় মেতে উঠলো তিস্তা পার

জলপাইগুড়ি। শারদীয়ার পর ভান্ডানী, ভান্ডানীর পর এবার সিদ্ধ বাড়ির ১০৪ তম দুর্গাপূজায় মাতলো জলপাইগুড়ি রংধমালী এলাকার আপামর মানুষজন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অন্তর্গত পাতকাটা গ্রামপঞ্চায়েতের রংধামালির মোড়ল পাড়ায় সিদ্ধ বাড়ির একদিনের দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে রবিবার উৎসব উদ্দিপনা দেখা গেল পরিবারের সদস্য সহ এলাকাবাসীদের মধ্যে। এদিন সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়ে ছিল পুজোর তোরজোর। নিয়ম মেনেই পুজো শেষ করতে হবে বলে কড়া নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছিলেন রায় পরিবারের সদস্যরা।পূজো উপলক্ষে এলাকার মানুষের উৎসাহের খামতি নেই। এদিন পাতকাটা, রংধামালি প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দারা সকাল সকাল নতুন জামাকাপর পরে উপস্থিত হয়েছে পূজো প্রাঙ্গনে।সিদ্ধ বাড়ির একদিনের দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে আজ এমনই চিত্র দেখা গেলো।যেইভাবে পূজার সূচনা কথিত আছে একশো বছরের বেশি সময় আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন এই এলাকার ততকালীন জমিদার সিদ্ধিনাথ রায়। সেই সময় অর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকায় তার করা এই পুজো ওই এলাকায় ছড়িয়ে পরেছিল। বংশ পরম্পরায় সেই পুজোর ধারা এখন ধরে রেখেছেন বর্তমান প্রজন্ম। যেহেতু এই পুজো সিদ্ধিনাথ বাবুর শুরু করা সেই কারনে বর্তমানে এই পুজো সিদ্ধ বাড়ির পুজো বলেই এলাকায় পরিচিত। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর পরের রবিবার এই দুর্গা পূজো অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিত গৌতম ঘোষাল জানালেন এই পূজোর নির্দিষ্ট তিথি নেই। লক্ষী পূজোর পরের রবিবার পূজো অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১ টা নাগাদ পূজো শুরু হয়ে একদিনেই ষষ্ঠী থেকে দশমী সব পূজো অনুষ্ঠিত হয়।পরিবারের সদস্যা ডালিয়ে রায় বলেন এবছর ১০৪ তম পুজো। প্রতিবছরই হয়। লক্ষী পূজোর পরের রবিবার এই পুজো হয়। পরিবারের সবাই কর্মসূত্রে বাইরে থাকে। পূজোর সময় বাড়ি আসে।পরিবারের অপর এক সদস্য ভূপতি রায় বলেন পুজোর সময় আমাদের বাড়ির যেমন সবাই আসে। তেমনি আসে গ্রামবাসীরা।সবাই মিলে মিশে আনন্দ করি। রাতে মেলা বসে।

মালদহের বাজারে সরকারি ত্রাণের তেরপল বিক্রি করছেন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়রা

মালদা ঃ মানিকচকে ভুতনির হাটের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে সরকারি ত্রানের ত্রিপল, বিক্রি করছে স্বয়ং তৃণমূল পরিচালিত উত্তর চন্ডিপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের পরিবারের সদস্য। আর এই ভিডিওই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়েছে এলাকায়।ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান নাসির শেখের জামাই রেফাল শেখ ভুতনির উত্তর চন্ডিপুর অঞ্চলের চম্পানগর হাটে সরকারি প্রাণের ত্রিপল ৮০০ টাকা জোড়া দামে সাইকেলে করে বিক্রি করছেন। এমনকি হাটের গ্রাহকরা তার কাছে দামদর করে সেই ত্রিপল কিনেও নিচ্ছেন। স্থানীয় এক এলাকাবাসী শাজাহান শেখ জানান তারা হাটে গিয়ে দেখেন রাজ্য সরকারের সিলমোহর দেওয়া সরকারি ত্রানের ত্রিপল খোলা হাটে বিক্রি করা হচ্ছে।তিনি বিক্রেতা রেফাল শেখকে এই ত্রিপল কোথা থেকে এলো জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেন তার কাছে আরও অনেক ত্রিপল রয়েছে,লাগলে বলবেন। কিন্তু কোথা থেকে এলো এই ত্রিপাল তা নিয়ে কোন সদুত্তর দেয়নি রেফাল।এলাকাবাসীদের অভিযোগ সরকারি ত্রাণের ত্রিপল যেখানে দুঃস্থ ও ভাঙ্গন কবলিতরা পাচ্ছে না সেই জায়গায় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে খোলা বাজারেকীভাবে বিক্রি হচ্ছে এই ত্রিপল গুলি। তবে ঘটনা সম্পর্কে উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসির শেখ বলেন, তিনি নিজেও সেই ভিডিওটি দেখেছেন, কিন্তু কোথা থেকে বা কিভাবে তার আত্মীয়ের কাছে এই ত্রিপাল আসলো বা কোথায় সে বিক্রি করছে তা তার জানা নেই।

মালদার বিএলআরও অফিস সংলগ্ন মাঠে ১ নভেম্বর থেকে ছট পুজো পর্যন্ত চলবে আতশবাজি মেলা

মালদা ঃ দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে ১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে মালদায় আতশবাজির মেলা। ইংরেজবাজার শহরের বিএলআরও অফিস সংলগ্ন ফার্মের মাঠে এবছর আতশবাজির মেলা বসতে চলেছে । দীপাবলীর উৎসব পেরিয়ে ছট পুজো পর্যন্ত এই আতশবাজির মেলার বেচাকেনা চলবে। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করার পরেই মালদা শহরের ফার্মের মাঠে এই আতশবাজি মেলার স্টল তৈরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃপক্ষ।

রবিবার মালদা মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু জানিয়েছেন, গত বছরের মতোই এবছর মালদা শহরের ফার্মের মাঠে আতশবাজি মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ৪২ টি স্টল এখানে থাকবে। সমস্ত বাজি বিক্রেতারা একযোগেই এই মেলায় স্টল করে বেচাকেনা করবেন । রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এই মেলা চালু হতে চলেছে। ১ নভেম্বর থেকে ছট পুজো পর্যন্ত এই আতশবাজির মেলা চলবে।

শিলিগুড়িতে ফের নাবালিকাকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার ৪

শিলিগুড়ি ঃ দুর্গাপুজোর চতুর্থীর রাতে শিলিগুড়িতে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। গনধর্ষনের ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার ৪ যুবক। খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ার পাহাড়গুমিয়া চাবাগান এলাকায় ঘটনা। জানা গিয়েছে গত ১৮ অক্টোবর নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গনধর্ষন করে এই চার যুবক। গতকাল অভিযোগের ভিত্তিতে চার যুবককে গ্রেফতার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের রিমান্ডে এনে গোটা ঘটনায় তদন্তে নামবে পুলিশ। ধৃতরা হল শীতম খালকো, রবেল রায়, আয়ুষ মুন্ডা ও জিতভান বেগ। ধৃতরা সকলেই খড়িবাড়ির পাহাড়গুমিয়া এলাকার বাসিন্দা।

এক দুস্কৃতী অভিযোগকারীর গলার চেন এবং এক জোড়া সোনার কানের আংটি সুবোধ পার্ক থেকে চুরি করে

কলকাতা ঃ সার্ভে পার্ক থানা এলাকায় ২৫ তারিখ একটি fir দায়ের হয়, এফআইআর করেন ৬৫ বছর বয়সী নিউ সন্তোষপুরের বাসিন্দা লক্ষ্মী রানী নস্কর । ওই অভিযোগে বলা হয় ২৪ তারিখ এক দুস্কৃতী অভিযোগকারীর গলার চেন এবং এক জোড়া সোনার কানের আংটি সুবোধ পার্ক থেকে চুরি করে । তার পরই তদন্ত শুরু করে সার্ভে পার্ক থানা র পুলিশ । একজন অভিযুক্ত ভোলা মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। এবং পরে গোয়েন্দা বিভাগের অ্যান্টি স্যান্টচিং স্কোয়াড মামলার আরও তদন্ত শুরু করে এবং ভোলা যে জায়গা থেকে চুরি করা জিনিসগুলি লুকিয়ে রেখেছিল সেখান থেকে অক্ষত সমস্ত ছিনতাইকৃত অলঙ্কার উদ্ধার করে।

কলকাতায় পৌঁছালো পাকিস্তান ক্রিকেট টিম

কলকাতাঃ কলকাতায় পৌঁছালো পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের পরবর্তী ম্যাচ খেলতেই কলকাতায় এলো তারা। ৩১ অক্টোবর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। কাগজে কলমে অংকের বিচারে টিকে থাকলেও কার্যত সেমিফাইনালে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব পাকিস্তান দলের। ছটি ম্যাচের মধ্যে চারটি ম্যাচে হেরে তাদের সংগ্রহ এই মুহূর্তে মাত্র চার পয়েন্ট। তাই সেমিফাইনালে যেতে হলে তাদের পরবর্তী ম্যাচ জিততেই হবে । শনিবার বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছায় পাকিস্তান ক্রিকেট দল। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় কলকাতা বিমানবন্দর। ইডেনে পাকিস্তান আগামী ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

রবিবার নন্দীগ্রামের সোনাচূড়াতে মনকি বাত অনুষ্ঠানে যোগদেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা ঃ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন

১)রেশন দুর্নীতি তদন্তে ইডির স্ক্যানারে ২৫ টি মোবাইল ফোন। এই ফোন গুলি তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে মনে করছে গোয়েন্দারা। নিয়ে মন্তব্য শুভেন্দুর

২)বিশ্বভারতীর নামফলক বিতর্কে এবার উপাচার্যকে বাড়ি টেনে বের করে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন নানুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও অনুব্রত মন্ডল ঘনিষ্ট বলে পরিচিত গদাধর হাজরা। নিয়ে মন্তব্য শুভেন্দুর।

৩)ইডির হাতে এসেছে মেরুন ডাইরি। তার উপরে লেখা আছে বালু দা। তদন্তে আরো সুবিধা হবে মনে করছে ইডি। মন্তব্য শুভেন্দুর

রেশন দুর্নীতির কালো টাকা কে সাদা করার জন্য সিনেমা প্রযোজনা করেছিলেন বাকিবুর রহমান। সেই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন পার্থ ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। যিনি কিনা গত দেড় বছর ধরে নিযয়োগে দুর্নীতি কাণ্ডে জেল বন্দি হয়ে রয়েছে। ২০২২ সালের ঠিক পুজোর আগে পার্থকনিষ্ঠ এই বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট গিয়ে নিযয়োগে দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি আধিকারিকরা। তাহলে কোথাও গিয়ে কি রেশন দুর্নীতি আর নিযয়োগে দুর্নীতি দুটো কি এক হয়ে যাচ্ছে, এই প্রশ্নটাই থাকছে??

২০১৪ সালে তৈরি হয় বাংলা সিনেমা ম্যানগ্রোভ। অর্পিতা ছাড়াও অভিনয় করেছেন, দোলন রায়, নাইজেল ও মুম্বাইয়ের রাখি সাবন্ত। রেশন দুর্নীতির টাকা সিনেমা প্রযোজনার জন্য বিনিযয়োগে করেছিলেন রাকিবুর। এই সিনেমা তৈরি করতে যে একটা বড় ধরনের বিনিযয়োগে করতে হয়েছে। বিশেষ করে রাখি সাবন্তের মত শিল্পীকে অভিনয় করানো হয়েছে এই সিনেমায়। ক্কন্তু অফিসাররাও এই বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে। সিনেমায় অভিনেত্রী চরিত্রে ছিলেন অর্পিতা। সূত্রের খবর অর্পিতাকে অভিনেত্রী চরিত্রের সুযোগ পাইয়ে দিয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।। তাহলে পার্থ সঙ্গে বাকিবুর রহমানের কি কোন যোগ রয়েছে??

অজ্ঞান হয়ে যান মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

কলকাতা ঃ ইডি হেফাজত শোনার পরেই আদালতের অজ্ঞান হয়ে যান মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তারপরে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ব্যাঙ্কশাল আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাপেলো হাসপাতালে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাকে এমার্জেন্সিতে রাখা হয়েছে। আউটডোর ডে কেয়ার যে বিল্ডিং রয়েছে সেই বিল্ডিংয়ের ৭ তলায় যে ইমার্জেন্সী বিভাগ রয়েছে সেই ইমার্জেন্সীতে তাঁকে অ্যাসেস করা হচ্ছে। চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার প্রাথমিকভাবে ব্রেনের সিটি স্ক্যান করা হবে, MRI করা হবে। এবং এরপরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে বলে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁকে Ccu ১৪২ তে ভর্তি করা হবে।

একটি রাষ্ট্রায়ত্তক ব্যাংকের ১৩ লক্ষ টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে কোচবিহার কোতোয়ালী থানা পুলিশ

কোচবিহার ঃ একটি রাষ্ট্রায়ত্তক ব্যাংকের ১৩ লক্ষ টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে কোচবিহার কোতোয়ালী থানা পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ চার লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। আজ কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, গত ১৬ ই অক্টোবর কোচবিহারের ওই রাষ্ট্রায়ত্ত্য ব্যাংকের ম্যানেজার এবং একজন আধিকারিক একটি অটোতে করে ১৩ লক্ষ টাকা নিয়ে পুটিমারী ফুলেশ্বরী ব্রাঞ্চে যাওয়ার সময় দুটি ভাইকে চারজন যুবক অটো আটকে দিয়ে ১৩ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে। সেই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে একজনকে গ্রেফতার করে এবং ছিনতাই হয়ে যাওয়া ১৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মর্টার শেল উদ্ধারে ফের অভিযানে নামলো পুলিশ

জলপাইগুড়ি ঃ তিস্তায় এখোনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিনা সেনাবাহিনীর মর্টার শেল তা খতিয়ে দেখতে রবিবার ফের তিস্তাপারে অভিযানে নামলো পুলিশ। এদিন সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনীকে সাথে নিয়ে তিস্তা পারে পাহাড়পুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় অভিযানে নামে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।নদী পারের বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখোনও নদীতে নামায় নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে বলে জানা গেছে।

খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে শ্যামাপূজোর প্রস্তুতি শুরু করলো আমরা সবাই সূর্যসেন স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি ঃ দুর্গাপূজোর পর এবার প্রস্তুতি শুরু হলো শ্যামা পূজোর। খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে শ্যামাপূজোর প্রস্তুতি শুরু করলো আমরা সবাই সূর্যসেন স্পোর্টিং ক্লাব।রবিবার পুজো প্রাঙ্গনে খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে শ্যামা পূজোর প্রস্তুতি শুরু করা হয়। জানা যায় এ বছর এই ক্লাবের পূজোর ৫৩ তম বর্ষ।এবছরের তাদের থিম রয়েছে রাজ রাজেশ্বরী মন্দিরের আদলে মন্ডপসজ্জা ও রানী রূপে মা শ্যামা। এর পাশাপাশি নানা সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে পূজো কমিটি। শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম বড়ো পূজো গুলির মধ্যে একটি এই পূজো।

আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর দলগাঁও বস্তি এলাকা থেকে লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার ঃ উদ্ধার হল মাঝ বয়সী পুরুষ লেপার্ডের মৃতদেহ । রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর দলগাঁও বস্তি এলাকা থেকে লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এদিন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লেপার্ডটা কবে, কী ভাবে মৃত্যু হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালেও স্থানীয় বাসিন্দারা কাজে বের হন। তখন তাঁরাই চাষের জমির উপরে একটি মৃত লেপার্ড পড়ে থাকতে দেখেন। এদিকে খবর পেয়েই বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যায়। ঠিক কী কারণে লেপার্ড টি মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে বলে বনকর্মীরা জানিয়েছেন। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ইংরেজি বাজারের কোটা বাড়ি রায় পরিবারের লক্ষ্মীপূজো চলছে ৫ দিন

মালদা ঃ ইংরেজবাজার শহরের কোঠাবাড়ি রায় পরিবারের লক্ষ্মীপুজো এবারে ৮৪ বছরে পা রাখল। একই সাজের মধ্যে দুটো চালি তার মধ্যেই নিচে মা লক্ষ্মী ,সরস্বতী ,অন্নপূর্ণা কার্তিক, গণেশ, তার উপরে রাম ,লক্ষণ ,তার উপরে ব্রহ্মাবিষ্ণু, মহেশ দশটি ঠাকুর পুজো হয় একসাথে। কথিত আছে একসময় স্বর্গীয় ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়, স্বপ্নাদেশ পেয়ে মা লক্ষ্মীর পূজার আরম্ভ করেছিল। বর্তমানে এই পুজোর দায়িত্ব ও সামলাচ্ছেন তার ছেলে বিশ্বনাথ রায়।

ছয় দিন ধরে পূজা চলে, পাশাপাশি মেলাও চলে। শনিবার রাত্রে লক্ষ্মী পূজোর সময় পরিবারের সকল আত্মীয়স্বজন একত্রিত হয়ে ঢাকের তালে নাচের মধ্য দিয়ে আনন্দে উৎসাহে মেতে উঠেন। রায় বাড়ির লক্ষ্মীপূজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় মেলাও বসে।৫ দিন পূজো শেষ হওয়ার পর পুরনো রীতি মেনে নৌকা করে মহানন্দা নদী দিয়ে সদরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় মা লক্ষীকে। এবং সেখানেও মেলা বসে। সেখানে প্রচুর ভক্তরা মা লক্ষীকে দেখতে আসেন।।তারপর সেখান থেকে অর্থাৎ সদরঘাট থেকে মহানন্দা নদী পথ দিয়ে কোঠা বাড়ি মহানন্দা ঘাটে বিসর্জন করা হয়।

৮৫তম চেকেন্দা ভান্ডারী মেলা পহেলা নভেম্বর থেকে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা উত্তরবঙ্গের ক্রান্তি ব্লকের ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঐতিহ্যবাহী চেকেন্দা ভান্ডারী ৮৫ তম মেলা আগামী পহেলা নভেম্বর শুরু হবে। গত ২৯ শে অক্টোবর লক্ষী পূজার দিনে পুজো দেওয়া হয। তিন দিন ভোগ দেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে পহেলা নভেম্বর মেলার শুভ সূচনা হবে। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় এবং ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই মেলা সরকারি ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলা উপলক্ষে নানা রকমের দোকানপাট ,নাগরদোলা,ড্রাগন ট্রেন ইত্যাদি বসতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে পূজা কমিটির সম্পাদক কেশবচন্দ্র রায় জানালেন, গত ৮৪ বছর পূর্বে এই চেকেন্দা ভান্ডারী এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় স্থানীয় রসিক চন্দ্র রায় এর উদ্যোগে প্রথম চেকেন্দা ভান্ডারী মাঠে কুবের দেবতা ভান্ডারী রূপে দুর্ভিক্ষর থেকে বাঁচতে পুজো দেওয়া হয় বলে তিনি জানালেন।

টুকরো খবর

চন্দ্রযান ৩ এর সাফল্যের অন্যতম অংশীদার পিনাকী রঞ্জন সরকার কে সংবর্ধনা প্রদান

কোচবিহার ঃ চন্দ্রযান তিন অভিযানে সফল হয়েছে ভারত। গর্বিত গোটা দেশ।চন্দ্রযান তিন অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন কোচবিহারের পিনাকী রঞ্জন সরকার। সেই চন্দ্রযান ৩ এর সফল অভিযানে রয়েছে তারো হাত। কোচবিহারের মতো প্রান্তিক জেলা থেকে উঠে দেশের এই বৃহৎ মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা করছেন পিনাকী রঞ্জন সরকার। আজ চন্দ্রযান ৩ এর সাফল্যের অন্যতম অংশীদার পিনাকী রঞ্জন সরকার কে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করা হয় কোচবিহার সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান, এবং জিনকিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

মেরি মাটি মেরা দেশ বিজেপির এই কর্মসূচির অন্তর্গত কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাটি সংগ্রহ করে সেই মাটি নিয়ে শনিবার কোলকাতা উদ্দেশ্যে রওনা দিল বিজেপি নেতৃত্বরা

আলিপুরদুয়ার মেরি মাটি মেরা দেশ বিজেপির এই কর্মসূচির অন্তগত কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাটি সংগ্রহ করে সেই মাটি নিয়ে শনিবার কোলকাতা উদ্দেশ্যে রওনা দিল বিজেপি নেতৃত্বরা। এদিন বিকেলে হ্যামিল্টণগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা ট্রেনে করে মাটি নিয়ে কোলকাতা উদ্দেশ্যে র ওনা দেয় বিজেপি নেতৃত্বরা।আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রতিটি ব্লক থেকে মাটি নিয়ে এদিন বিজেপি কর্মীরা কোলকাতা উদ্দেশ্যে র ওনা দেয়।

এক যুবককে খুন করে পুতিয়ে রাখার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাথাভাঙ্গা দুই নম্বর ব্লকের খোকসাডাঙ্গা এলাকায়

কোচবিহার ঃ এক যুবককে খুন করে পুতিয়ে রাখার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাথাভাঙ্গা দুই নম্বর ব্লকের খোকসাডাঙ্গা এলাকায়। বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আজ উদ্ধার হলো সেই যুবকের মৃত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের ঘোকসাডাঙা এলাকায়। উল্লেখ্য গত ২২ অক্টোবর ঘোকসাডাঙ্গা থানায় অন্তর্গত কুশিয়ারবাড়ি এলাকার ফাইজুল হক নামে এক যুবকের নিখোঁজ ডায়েরি করে তার পরিবারের পক্ষ থেকে। সেই নিখোঁজ মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ নিখোঁজ ফইজুল হকের মোবাইল উদ্ধার করে। সেই মোবাইল থেকে কয়েকটি সন্দেহজনক মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। ২৬ তারিখ রমজান আলি নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই খুনের ঘটনায় আরও চারজনের নাম উঠে আসে। মৃত ফইজুল হকের বাবার দাবি একটি মেয়ের সাথে তার ছেলের বিয়ে নিয়ে কথা হয় কিন্তু তারপর অন্য এক জায়গায় তার ছেলের বিয়ে হয়। যেই মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ের কথা হয়েছিল সেই মেয়ে এবং তার বাবা,মা কিছু যুবককে দিয়ে তার ছেলেকে খুন করিয়েছে বলে তার দাবি। তবে কি কারণে খুন হল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অবশেষে বকেয়া বেতন পেলো রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিকরা

আলিপুরদুয়ার ঃ অবশেষে বকেয়া বেতন পেলো কলচিনি ব্লকের রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিকরা। কিছুটা হলেও মুখে হাসি ফুটেছে তাদের। তবে বাগান না খোলা পর্যন্ত শ্রমিকদের আন্দোলন জারি থাকবে বলেও জানান তারা।এ বিষয়ে উল্লেখ্য, গত ১১ই অক্টোবর শ্রমিকদের বেতন,বোনাস প্রদান না করেই বাগান বন্ধ করে চলে যায় রায়মাটাং চা বাগান কতৃপক্ষ। গত ২১শে অক্টোবর সপ্তমীর দিন রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিকরা শিলিগুড়িতে স্থিত রায়মাটাং চা বাগানের মালিক শ্যাম সুন্দর গোয়েল বাসস্থান ঘেরাও করেছিল। শনিবারের মধ্যে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ না হলে পুনরায় সোমবার ঘর ঘেরাও এর কর্মসূচি নিয়েছিল বাগানের সমস্ত শ্রমিক সংগঠন। তবে এদিন বকেয়া বেতন মেলায় খুশি শ্রমিকরা।একে শ্রমিকদের জয় বলে অভিহিত করেন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা। এ বিষয়ে রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক নেতা তথা কালচিনি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পবন লামা বলেন, 'শ্রমিকরা একজোট হলে কী করতে পারে, তার প্রমান এদিন সকলে পেয়েছেন।বকেয়া বেতন মিললেও আমাদের আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি। বাগান না খোলা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে।'

সূচনা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের দশম রোজগার যোজনা প্রকল্পের

কলকাতা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন দেশব্যাপী এই দশম রোজগার যোজনা প্রকল্পের সূচনা করেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্র ায় ৫১০০০ বেকার ছেলেমেয়ে কে এই প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির নিযয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।এরাজ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের ব্যবস্থাপনায় এই দশম রোজগার যোজনা প্রকল্পের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী, নিত্যানন্দ রাই,,।পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের ডঃ বি সি রয় অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব দক্ষিণ পূর্ব ও মেট্রোরেলের শীর্ষ আধিকারিকগণ।কেন্দ্রীয় সরকারের এই রোজগার যোজনা প্রকল্প এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেকার যুবকযুবতীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন ও আগামী দিনে পাবেন,,,।বেকার যুবকযুবতীদের কর্মসংস্থানের পথ কে আরও সুগম করাই এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলেও মত প্রকাশ করেন নিত্যানন্দ রাই

শুভেন্দু অধিকারী প্রেস কনফারেন্স

কলকাতাঃ গত কয়েক বছরে পশিমবঙ্গের পরিস্থিতি কোথায় নিয়ে গেছে শাসক দল সেটা আমরা দেখেছি । যেভাবে দুর্নীতি সামনে আসছে তাতে গোটা ভারত এর কাছে বঙ্গের মান ধুলুণ্ঠিত হচ্ছে। কায়দা বদলেছে কিন্তু দুর্নীতি চলছে ভাইপো বাহিনীর। পশু খাদ্য দুর্নীতিতে জেলে গেছিল লালু। আর মনুষ্য খাদ্য দুর্নীতিতে জেলে গেল লালু। যে রেশনে যুক্ত রয়েছে কয়েক কোটি মানুষের খাবার। কয়েক হাজার কৃষকের জীবিকা। ভারত সরকারের পাঠানো রেশনের টাকার নয় ছয় হয়েছে। বাকিবুর রহমানের প্রটেক্টর , গাইডার ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আত্মার আত্মীয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দীর্ঘ জেরার পর গ্রেফতার এর মধ্য দিয়ে এই দুর্নীতির কিংপিং ইডি হেফাজতে গেছেন । তার তোলার একটা বড়ো অংশ গেছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর মদত সহযোগিতা ছাড়া এধরনের কাজ করা সম্ভব হতো না একজন মন্ত্রী বা জেলা সভাপতির পক্ষে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন বকিবুর রহমান দের ছেড়ে রেখে সেটা গেছে তৃণমূল কংগ্রেসে। আর এটা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশে । তাই আমরা দাবি করছি মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তের আওতায় আনুক। বাকীবুর রহমান জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আওতাই রাইস মিল, পাওয়ার মিল সহ একাধিক রাইস মিল ও ফ্লাওয়ার মিল থেকে টাকা তুলতো । যা চলে যেত মল্লিক পরিবারের কাছে । নোট বদের সময় একাধিক একাউন্ট থেকে এই তোলার টাকা বদল হয়েছে । প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের একটি একাউন্ট এ ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা পড়েছে নোট বদল এর সময় । তিনি বলেছেন এটা নাকি টিউশন পড়িয়ে হয়েছে। তার স্ত্রীর একাউন্ট থেকে বদল হয়েছে ৪ কোটির বেশি টাকা ।

শুভেন্দু অধিকারীর নাম নেওয়া ঃ আমরা ষড়যন্ত্র করেছি ঠিক আছে কিন্তু ওনাকে ডাকাতি করতে কে বলেছিল ওনার মালিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলে দিন তাহলে আমি শুধু তুলতাম আর দিয়ে দিতাম । **শারীরিক অবস্থার অবনতি ঃ** অনেক কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হোক।

সম্পাদকীয়

রেশন দুর্নীতি নিয়ে বাম তৃণমূল দড়ি টানাটানি

রেশন দুর্নীতির দায় বামেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তদন্ত করেননি কেন, পাল্টা প্রশ্ন বামেদের। রাজ্যের সাবেক খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রেশন দুর্নীতিতে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। আদালতের নির্দেশে তিনি এখন রয়েছেন ইডি হেফাজতে। এ নিয়ে চাপানউতোর চলছে তৃণমূল ও সিপিএমের। জ্যোতিপ্রিয়র গ্রেপ্তারের পর থেকেই তার পাশে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার তিনি আগের বামফ্রন্ট সরকারকে এই অনিয়মের জন্য দায়ী করছেন। সোমবারও তিনি বলেন, "উই আর ফেসিং দ্য লিগাসি। ৩৪ বছর চাষিদের থেকে চাল কেনা হত না। এটা ঠিক করতে আমার ১০ বছর লেগেছে। এক কোটি রেশন কার্ড আমরা বাদ দিয়েছি।" মমতার দাবি, "এক কোটি রেশন কার্ডে বাম জমানায় চাল তোলা হত। ওই রেশন কার্ডের সাহায্যে ভুয়ো ভোট পড়ত। ভুয়ো কার্ড বাদ দিতে সাতআট বছর সময় লেগেছে। আমরা রেশন কার্ড সব ডিজিটাইড করে দিয়েছি।" এ ব্যাপারে মমতা ব্যক্তিগত সততার প্রশ্নটিও টেনে আনেন। মুখ্যমন্ত্রী ও সাবেক সাংসদ হিসেবে বেতনভাতার প্রসঙ্গ তোলেন। মমতা বলেন, "আমি কোনো পয়সা নিই না। আমার তো এতদিনে ৪০-৫০ কোটি টাকা জমার কথা। নিই না তো এক পয়সাও। তবু আমরা চোর?" রেশন দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির খাদ্য ভবন অভিযান।

রেশন দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির খাদ্য ভবন অভিযান।

তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ খারিজ করেছে বামেরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য, "এত বছর ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। সিপিএমের একজন চোর মন্ত্রী বা নেতাকে তো খুঁজে বার করতে পারেননি! নিজেই বলেছিলেন, মদন চোর? টুম্পাই কুণাল চোর? মুকুল চোর? সবাই জেলে গিয়েছেন। আবার 'আমরা চোর' বলে একটা তালিকা দিচ্ছেন!" সোমবার সিপিএম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিধানসভা এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করে। এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়া সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "মদন মিত্রের গ্রেপ্তারির সময় আমরা সবাই চোর, এই বলে ব্যানার লিখে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন বালু'র পাশে থাকতে হলে, আমরা সবাই বালু, আমরা সবাই চাল, কয়লা চোর লিখে মিছিল করুক।" পশ্চিমবঙ্গের গণবণ্টন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছেন রেশন ডিলাররা। ২০ হাজারের বেশি রেশন দোকানের মাধ্যমে চাল, গম বিলি করা হয় কোটি কোটি রাজ্যবাসীকে। রেশন ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিশ্বম্ভর বসু মনে করেন, গম থেকে আটা তৈরি করায় অবৈধ কারবারের সূত্রপাত। তিনি বলেন, "২০০৪ সালে বাম সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, রেশন দোকানে গমের বদলে আটা দেয়া হবে। এটাই দুর্নীতির উৎস। তৃণমূল সরকারও এই নিয়মে পরিবর্তন আনেনি। এর ফলে চাল ও আটাকলের রমরমা বাড়ে। শুধু মন্ত্রী নয়, খাদ্য দপ্তরের অনেকেই এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।" উত্তর দমদমে রেশন দোকান ডিলার শেখ আমিনুল ইসলামের। তিনি বলেন, "এটা একেবারে অন্য স্তরের ব্যাপার। উপরের বিষয় আমরা আঁচ পাইনি। এখন যেটুকু শুনছি। তবে রেশনে আসা জিনিসপত্র সবসময় ভালো গুণমানের হয় না, এটা দেখেছি।" এর সঙ্গে আটার প্যাকেজিংয়ের সমস্যা, ওজনে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে রেশন দুর্নীতিতে। বিশ্বম্ভর বলেন, "আমাদের দোকানে পণ্য পৌঁছে দিয়ে যান রেশন ডিস্ট্রিবিউটাররা। তাদের উপরে থাকেন চাল, আটাকলের মালিকরা। তার উপরে খাদ্য দপ্তর ও এফসিআই। আমাদের যা জিনিস দেয়, আমরা তা বণ্টন করি। এর বেশি কিছু না। তাই কেন্দ্রীয় সংস্থা কোনো রেশন ডিলারকে তদন্তের প্রয়োজনে ডাকেনি।" শিক্ষা দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। এ বার রেশন দুর্নীতিতে ম্যারাথন অভিযান চালিয়ে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করল ইডি। কলকাতার একটি প্যাকেটজাত আটা তৈরির সংস্থার অফিস থেকে এক কোটি টাকা মিলেছে। এ ছাড়া একাধিক জায়গায় তল্লাশিতে আরও ৪০ লাখ টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, এর সঙ্গে রেশন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধার হয়েছে।

নেপালে ভূমিকম্পের পর এখন থালা বাটি দিয়ে খুঁড়ে বের করা হচ্ছে মৃতদেহ

নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে দেড় শতাধিক মানুষ নিহত এবং সাড়ে তিনশোরও বেশি আহত হয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে বাইরে ঠান্ডার মধ্যে রাত কাটাচ্ছেন। নেপালে রিখটার স্কেলে ছয় দশমিক চার মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে শুক্রবার মানে তেসরা নভেম্বর মাঝরাত নাগাদ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি ছিল পাঁচ দশমিক ছয় মাত্রার একটি স্বল্প গভীরতার ভূমিকম্প। অর্থাৎ এটির উৎপত্তি স্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে কম গভীরে ছিল।

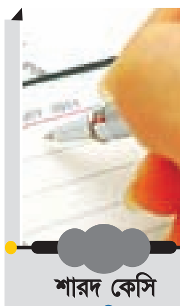

শারদ কেসি
প্রাবন্ধিক

কাঠমান্ডু থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার পশ্চিমে, জাজারকোট এবং পশ্চিম রুকুম জেলাগুলোতে শুক্রবারের পর থেকে বেশ কয়েক দফা আফটারশক বা ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন অনুভূত হয়েছে। যার প্রভাবে ওইসব অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিবিসির সংবাদদাতা এসব প্রত্যন্ত গ্রাম ঘুরে দেখেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

চিউরি গ্রামের পাদদেশে যথারীতি প্রবাহিত হচ্ছে থুলি ভেরি নদী। এই গ্রামটি জাজারকোটের নালগড় পৌরসভার অধীনে পড়েছে। এই নদী যত দূর বয়ে যায়, ততই মানুষের হাহাকারে ভারি হয়ে আসে আশেপাশের বাতাস। নদী তীরে নারী ও শিশুসহ ১৩ জনের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শোকার্তরা। এরমধ্যে অনেক নারী শোকে কাতর হয়ে মূর্ছা যাচ্ছেন। তাদেরকে পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে। চিউড়ি গ্রামে নারী ও শিশুসহ ১৩ জনকে একসঙ্গে দাহ করা হয়। ছয়টি মৃতদেহ একটি চিতার ওপর এবং বাকিগুলো আলাদা আলাদা চিতায় রাখা হয়েছে। শুক্রবার রাতে ওই গ্রামের ভুক্তভোগীদের সবাই প্রাণ হারান। চিউড়িতে ১৮৬টি বসতঘর রয়েছে। দলিতদের এই বসতিতে, হিরে কামি তার স্ত্রী এবং তাদের দুই সন্তান মারা গিয়েছে। তার প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের ধারণা যে দ্রুত সাড়া পেলে হিরে কামিকে হয়ত বাঁচানো যেত। হরি বাহাদুর চুনারা সেই ভয়ানক রাতের কথা স্মরণ করে বিবিসিকে বলছিলেন, মাঝরাতে পুরো গ্রামে হাহাকার আর কান্নার বিলাপ ছড়িয়ে পড়ে। আমরা কেউই ঠিকমত চিন্তা করতে পারছিলাম না।

হিরে কামিকে আমরা দেখেছি সে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে আছে। সে তখনও কথা বলছিল। সে সময় অনেকেই হিরা কামিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাট্টিরাম মাহার নামে এক যুবক।

তিনি বলেছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা পরিবারটিকে উদ্ধার করতে গ্রামবাসীরা থালা, বাটি ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র - যে যা পেয়েছে তা দিয়েই ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে তাদের বের করে আনার চেষ্টা করছে।

উনি 'আমি এখানে! বলে তার অবস্থানের কথা আমাদের জানাচ্ছিলেন আর আমরা সেখানে গিয়ে খুড়ছিলাম।

মি. মাহার বিবিসি সংবাদদাতাকে দেখিয়েছেন যে হিরে কামীর শরীর কোথায় আটকে গিয়েছিল।

তিনি আমাদেরকে বলেন আমরা যেন 'ওই জায়গায় পা না দেই'।

কারণ তার মনে সেই মুহূর্তটি বার বার ঘুরেফিরে আসছিল যে তিনি তার আত্মীয়কে বাঁচাতে পারেননি। ধরা গলায় তিনি বলেন, তাকে আমাদের এভাবেই বিদায় জানাতে হয়েছে। তার মতো, হিরে কামিও ভারতে কাজ করতেন এবং মাত্র কয়েকদিন আগে ভারত থেকে নেপালে এসেছিলেন।

তার পরিকল্পনা ছিল নেপালের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব তিহাইর উদযাপন শেষে তিনি আবার ভারতে ফিরে যাবেন।

তার মেয়েদের সবচেয়ে বড় জন কোনভাবে জীবিত ফিরতে পেরেছেন।

তার একটি মাত্র বোন ছাড়া তার পুরো পরিবার এখন মারা গেছে, জানতে পেরে তিনি মূর্ছা যান। চিকিৎসার জন্য তাকে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। যখন শেষকৃত্যের চিতা নিভে যেতে শুরু করে, শোকাহত গ্রামবাসীরা রাস্তা পার হয়ে পাহাড়ি পথ ধরে তাদের গ্রামের দিকে হাঁটতে থাকে - যার পুরোটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ত্রাণ পাওয়ার আশায় থাকা হরি বাহাদুর চুনারা বলেছেন, তাদের আশ্রয় নেওয়ার জায়গা ছিল না। তিনি জানেন না যে তাদের ত্রাণের সাথে নতুন করে ঘর নির্মাণের উপকরণ আসবে কিনা।

ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জাজারকোটের এই নালগড় পৌরসভা। পৌরসভার তথ্য কর্মকর্তা জুনা শাহী জানিয়েছেন, এখানে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এখন উদ্বেগের বিষয় হল, যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে কীভাবে রক্ষা করা যায়। বিশেষ করে ছোট শিশুদের কীভাবে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবেন তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হাট্টিরাম মাহার। তিনি বলেন, তাদের বাইরে রাত কাটাতে হবে। তাঁবু থাকলে সাহায্য হত।

অন্যদিকে, থুলি ভেরি নদীর উল্টো তীরে আথবিসকোট পৌরসভার বাসিন্দা গণেশ মাল্লাকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হয়।

তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

তিনি কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার দুই মেয়ে মারা গিয়েছে, আমার স্ত্রী ও ছেলেও আহত, আমি জানি না তাদের কোথায় চিকিৎসা করা হচ্ছে।

ভূমিকম্পের পর সকালে আহতদের যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কারও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন পদম গিরি বলেন, শুরুতে, আমরা 'কেস১', 'কেস২' বলে সিরিয়াল নম্বর লিখে চিকিৎসা শুরু করেছিলাম।

অনেক শরীরে কাপড়ও ছিল না, তাই আমরা তাদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করি।

তিনি জানান, আহত প্রায় ৩০ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আহতদের মধ্যে কয়েকজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

বলা হচ্ছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল বারকোটে ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম। গণেশ জিসি নামের এক শিক্ষক বিবিসিকে বলেছেন, প্রায় সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মাটি ও পাথরের বাড়ি ধসে পড়েছে।

এমন অনেক ঘর কাঁচের মতো গুড়ো গুড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে। কিছু কিছু বাড়ির দেয়াল ধসে গেছে আবার কিছু বাড়িতে ফাটল ধরেছে।

তবে কংক্রিট ও সিমেন্টের ঘরগুলোয় বড় কোন ক্ষয়ক্ষতি হতে দেখা যায়নি।

গণেশ জিসি বলেন, যখনই বন্যা এবং ভূমিধস হয়, ক্ষতির মুখে পড়ে শুধু গরিবরা। ভূমিকম্পও গরিবদের ওপরেই হামলে পড়েছে।

নেপালকে একরকম ধ্বংস করে দিয়েছিল ২০১৫ সালের যে ভয়াবহ ভূমিকম্প, তারপর শুক্রবার রাতের ভূমিকম্পকে নেপালের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

১৯৭৫ সালের নভেম্বর : বাংলাদেশের ইতিহাসের উত্তাল ও রক্তাক্ত কয়েকটি দিন

মীর সাব্বির

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ স্বাধীনতার মাত্র চার বছর পর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পর দেশটিতে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয় তারই একটি পরিণতি ছিল এই সাতটি দিনের রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টের হত্যাকাণ্ডের পর এর সাথে যুক্ত মেজরদের সাথে নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতাগ্রহণ করেন। তবে খন্দকার মোশতাক সামনে থাকলেও হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত সেনা কর্মকর্তারা ছিলেন প্রবল ক্ষমতাশালী। সেসময় বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হলেও শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার সাথে জড়িত কয়েকজন মেজর বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনীর অনেককিছুই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এর তিন মাস পরেই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই যে অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানটি হতে যাচ্ছিল তার প্রেক্ষাপটটি তৈরি হয়েছিল ক্ষমতার এই রক্তাক্ত পালাবদলের মধ্য দিয়ে। অভ্যুত্থানের কারণ নিয়ে বেশ কিছু ব্যাখ্যা থাকলে সেনাবাহিনীর তৎকালীন অনেক কর্মকর্তা মনে করেন, ১৫ই অগাস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকেই সেনাবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে নভেম্বরের অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান। জুনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি'। এর বাইরে আরেকটি দ্বন্দ্বও ছিল, যার সূচনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তিনজন অফিসার ব্যাপক পরিচিতি পান । অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, যুদ্ধের পর থেকে সেনাবাহিনীর মধ্যে এই তিনজন অফিসারের তিনটি প্রভাব বলয় তৈরি হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার হোসেন তখন ছিলেন ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডের মেজর পদমর্যাদার স্টাফ অফিসার।

যে তিনজন সেনা কর্মকর্তার কথা তিনি বলছেন তারা ছিলেন জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশারফ এবং কে এম শফিউল্লাহ।

এই দ্বন্দ্বটা আগেও ছিল, কিন্তু সেটা প্রকট হলো ১৫ই অগাস্টের পরে। জেনারেল শফিউল্লাহ মোটামুটি বের হয়ে গেলেন, জেনারেল জিয়া ইন হলেন। আবার জেনারেল জিয়া ইন হওয়াতে তার এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের মধ্য দ্বন্দ্বটা আরো বাড়লো। ১৫ ই অগাস্ট হত্যাকাণ্ডের দিন দশেক পর সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহকে। বিবিসির সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলছিলেন, এরপর থেকে তিনি 'সিনে ছিলেন না' এবং অনেকটা গৃহবন্দী হিসেবেই সেনাপ্রধানের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহকে খালেদ মোশারফ এবং জিয়াউর রহমানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের একটি ফলাফল হিসেবে দেখছেন কে এম শফিউল্লাহ ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে করে খালেদ মোশারফ জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাকে সরিয়ে দিয়ে হাউজ এরেস্টও করে ফেলেছিল এবং নিজেই চিফ অফ স্টাফের র‍্যাংক পরলো। ঐটা শেষ পর্যন্ত সে আর থাকতে পারে নাই এবং সেই ঘটনাটাই লিংগার করে ৭ তারিখে জিয়াউর রহমান তাহেরকে সঙ্গে নিয়ে খালেদ মোশারফের ঐ গ্রুপটাকে সরিয়ে দেয়। তিনি বলছিলেন, সিনে না থাকলেও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে একটি উত্তেজনা রয়েছে সেটি তিনি টের পাচ্ছিলেন এবং খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানটির পটভূমিও ছিল সেখান থেকেই।

নভেম্বরের ৩ তারিখের প্রথম কয়েকটি প্রহরে বাংলাদেশের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়ার মতো দুটি ঘটনা ঘটে একটি অভ্যুত্থান এবং ঢাকা কারাগারে একটি হত্যাকাণ্ড। মধ্যরাত পার হবার পরই খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানে তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বঙ্গভবন ঘেরাও করার জন্য যায় একটি ইনফ্রেন্টি ইউনিট, রেডিও স্টেশন দখল করে নেয় আরেকটি সেনাদল। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলছিলেন, বঙ্গভবন ঘিরে তখন এত বেশি সেনা সমাবেশ হয়েছিল যে ভেতরে থাকা মেজর ডালিম এবং মেজর নুরসহ সেনা কর্মকর্তারা আর পাল্টা কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আর এরই মধ্যে আকাশে যুদ্ধবিমানও উড়তে দেখা যায়। বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে যখন দুটা কি তিনটা ফাইটার জেট উড়ে গেলো তখন তারা বুঝলো যে তাদের হাতে আর সময় নেই, তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

সেদিন সকাল থেকেই একটি সমঝোতার চেষ্টা চলছিল। মেজর ডালিম এবং মেজর নুর বেশ কয়েকবার ক্যান্টনমেন্টে এসে খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করেন। দিনভর নানা দেন-দরবারের পর সন্ধ্যায় ঠিক হলো তাদেরকে দেশ থেকে চলে যেতে দেয়া হবে।

সেদিনই রাতে একটি এয়ারক্রাফ্টে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার সাথে জড়িত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাদের একটি বিমানে থাইল্যান্ডে চলে যেতে দেয়া হয়। এদিকে সেই রাতেই কেন্দ্রীয় কারাগারে চলে একটি হত্যাকাণ্ড।

কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে খুন হন ১৯৭১ সালের প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, তৎকালীন সরকারের অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের তৎকালীন জেলার আমিনুর রহমান বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, রাত একটা থেকে দেড়টার দিকে একটি পিকআপে করে কিছু সেনাসদস্য জেলগেটে উপস্থিত হন। এসময় আইজি প্রিজনের ফোন পেয়ে তিনিও সেখানে যান। এর কিছুক্ষণ পর তার কার্যালয়ের টেলিফোনটি বেজে ওঠে। টেলিফোন ধরলেই বললো যে প্রেসিডেন্ট কথা বলবে আইজি সাহেবের সাথে। কথা শেষ করার পরই আইজি সাহেব বললেন যে প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলো। বললো যে আর্মি অফিসাররা যা চায় সেটা তোমরা করো। এরপর কারা মহাপরিদর্শক আমিনুর রহমানের হাতে চারজনের নাম লেখা একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বলেন এদেরকে এক জায়গায় করো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন এক রুমে আর অন্য দুজন ছিলেন অন্য রুমে। তো অন্য রুম খুলে আনলাম।

জানা অজানা

ক্যামেরুনে বন্দুকধারীদের হামলায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত, বলছেন স্থানীয় কর্মকর্তা

সোমবার খুব ভোরে পশ্চিম ক্যামেরুনের একটি শহরে বন্দুকধারীরা ঘুমন্ত মানুষদের ওপর গুলি চালায়। এতে অন্তত ২০ জন নিহত হয়। স্থানীয় সরকারি এক কর্মকর্তা একথা জানিয়েছেন। আশেপাশের মানু বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, হামলাকারীরা ভোরের আগে হামলা চালায় এবং মামফেতে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ক্যামেরুনের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের শহরটি নাইজেরিয়ার সীমান্ত থেকে ৫০ কিমি (৩০ মাইল)-এর কম দূরত্বে অবস্থিত। কর্মকর্তা ভিয়াং মেকালা রয়টার্সকে বলেছেন, সাতজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী এলাকা তল্লাশি করছে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জনগণের আতংকিত হওয়া উচিত নয়। ক্যামেরুনের সংখ্যালঘু ইংরেজিভাষী অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ২০১৭ সাল থেকে অ্যাম্বাজোনিয়া নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য লড়াই করছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো প্রধানত ফরাসিভাষী আফ্রিকান দেশটির উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হামলা, অপহরণ এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো গোষ্ঠী সোমবারের হামলার দায় স্বীকার করেনি।

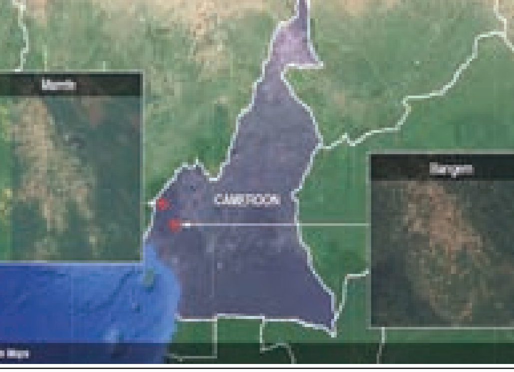

সাময়িকী

দল চাইলেও, গ্রেপ্তার হলে কেজরি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন?

ভারতে দুইটি সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে এখন প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। প্রথমটি মুখ্যমন্ত্রী এবং দ্বিতীয়টি রাজ্যপালকে নিয়ে।

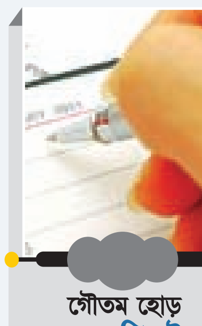

গৌতম হোড়
কলামিস্ট

দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আপ সোমবার একটা ঘোষণা করেছে। সেটা হলো, কেজরিওয়ালকে যদি মদের লাইসেন্স-কেলেঙ্কারি মামলায় সিবিআই গ্রেপ্তার করে, তাহলেও তিনি ইস্তফা দেবেন না। জেলে বসেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালাবেন কেজরিওয়াল। সোমবার আপ-এর বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকের পর দিল্লির মন্ত্রী অতিশি জানিয়েছেন, "দলের সব বিধায়ক কেজরিওয়ালকে বলেছেন, দিল্লির মানুষ কেজরিওয়ালকে মুখ্যমন্ত্রী করেছে। যদি ইডি তাকে গ্রেপ্তারও করে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়বেন না। জেলে বসেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালাবেন।" কেন বিধায়করা এরকম কথা বলেছেন, তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অতিশি। তিনি বলেছেন, "আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। তারা বলছেন, আপের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে। সেজন্যই সব বিধায়ক তাকে বলেছেন, গ্রেপ্তার করা হলেও তিনি যেন ইস্তফা না দেন।" অতিশির দাবি, "কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হলে আমরা আদালতে গিয়ে আবেদন জানাব, মন্ত্রিসভার বৈঠক জেলে করতে দিতে হবে।" আইন বলছে, আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত কেউ সরকারি পদে থাকতে পারবে না। এর আগে শাস্তি পাওয়ার পর জয়ললিতা ও লালুপ্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জেলে গেছিলেন। কেজরিওয়াল শাস্তিপ্রাপ্ত নন। তাকে ইডি গ্রেপ্তার করতেই পারে, তবে শাস্তি দেয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে আদালতের উপর। কিন্তু এরপরেও নৈতিকতা বলে একটা বিষয় আছে। প্রবল চাপের বিষয় আছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদের মর্যাদার প্রশ্ন আছে। প্রবীণ সংবাদিক সুনীল ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, "গ্রেপ্তার করা হলে কেজরিওয়ালকে ইস্তফা দিতেই হবে। অতীতে জেলে যাওয়ার আগে সব মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। নৈতিকতা বলে একটা বিষয় আছে। দ্বিতীয়ত, তিনি ইস্তফা না দিলে লেফটোন্যান্ট গভর্নর তাকে ইস্তফা দিতে বলতে পারেন। নির্দেশ না মানলে সরকার ফেলেও দিতে পারেন।" জেলে যাওয়ার কিছুদিন পর মনীশ সিসোদিয়াকে পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়েছে।

ইডি সম্প্রতি জেরার জন্য কেজরিওয়ালকে ডেকে পঠিয়েছিল। কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ইডির কাছে যাননি। তিনি দাবি করেছিলেন, ইডির এই সমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই এই সমন প্রত্যাহার করতে হবে। ইডি অফিসে না গিয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশে দলের নির্বাচনী প্রচারে চলে যান। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করার পথে ইডির কোনো আইনগত বাধা নেই।

লোকসভার সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল পিডিটি আচারিয়া ফিনান্সিাল এক্সপ্রেসকে জানিয়েছেন, "সংবিধান অনুযায়ী, পদে থাকর সময় রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের দেওয়ানি বা ফৌজদারি কোনো অপরাধেই গ্রেপ্তার করা যায় না। কার্যকাল শেষ হলে অবশ্য করা যায়। তাছাড়া অন্য কারও এই সাংবিধানিক সুবিধা নেই।" তবে মুখ্যমন্ত্রীর মতো পদাধিকারীকে গ্রেপ্তার করাটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও থাকে। তাছাড়া আদালতে প্রমাণ করতে হবে, ওই মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকলে প্রমাণ নষ্ট করতে বা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডিডাব্লিউকে বলেছেন, "কেজরিওয়ালকে এখনো জেলে যেতে হয়নি। যদি হয়, তাহলে তার পদ আঁকড়ে থাকাটা কতটা শোভন সেটা মাতায় রাখতে হবে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক ও আইনি লড়াইয়ের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। ফলে গ্রেপ্তার হলে ইস্তফা দেয়াটাই উচিত। না হলে, তার ভাবমূর্তিই ধাক্কা খাবে।" সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যপালদের আত্মানুসন্ধান করা দরকার। তাদের মনে রাখা উচিত, মানুষ তাদের নির্বাচিত করেনি। এই পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের। পাঞ্জাব সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছে, রাজ্যপাল বিধানসভায় পাস হওয়া পাঁচটি বিলে সম্মতি দিচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

পাঠকের চিঠি

একটা আবেগ ভরা আবেদন সবাই কে

আজকাল মোবাইল বিশেষ করে স্মার্ট ফোন প্রচারের সবথেকে বড় মাধ্যম।আজকাল প্রায় সবাই ফেসবুক ও হোয়াটস্যাপ চালান।এখন মোবাইল এ বিশেষ করে অশ্লীলতার ও নগ্নতার ছড়াছড়ি।অনেকেই অশ্লীল ভিডিও,অশ্লীল ও নগ্ন ছবি,সেক্স সম্বন্ধিত জানকারী, তথ্য ও গতিবিধি পোস্ট করছেন।মোবাইল খুললেই প্রায়ই এ সব দেখা যাচ্ছে।এই সব দেখে আমাদের মতো বয়স্ক লোকের খুবই লজ্জ্যা লাগছে।যারা কম বয়সের ছেলে মেয়ে তাদের হাতেও আজকাল এই স্মার্ট ফোন।তারা এই সব অশ্লীল ভিডিও ও ফটো দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছে,তাদের মন দূষিত ও কলুষিত হচ্ছে।তারা ভুল পথে যাচ্ছে ও ভুল কাজ করছে।সমাজ দূষিত হচ্ছে।ছেলে মেয়েদের চরিত্র হনন হচ্ছে।তাই করজোড়ে ওই সব বন্ধুদের প্রার্থনা ও নিবেদন করি দয়াকরে ফেসবুকে ও হোয়াটস্যাপ এ অশ্লীল ভিডিও ও ফটো পোস্ট করা বন্ধ করুন।মানুষের মন কে কলুষিত ও দূষিত করা বন্ধ করুন ও ছেলেমেয়েদের কে বিপথে ঠেলে দিতে ও তাদের চরিত্র নষ্ট করতে এই অভ্যাস বন্ধ করুন।মোবাইলে ভালো জিনিষ পোস্ট করুন,শিক্ষা মূলক,ধর্ম মূলক,দেশ ভক্তি সম্মন্ধিত যা দেখে ও পড়ে মানুষ সৎ শিক্ষা পাবে,প্রেরণা পাবে,মন ভালো হবে,সুন্দর হবে,ছেলে মেয়েদের চরিত্র নির্মাণ হবে।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com **www.rashtriyakhabar.com**

মোবাইলের যুগে মন্দিরের সাধু, নামঘরীয়া ধর্ষণে জড়িত বলে কংগ্রেস বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লার উগ্র সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরক মন্তব্যে এবং ক্ষমা প্রার্থনার রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া

সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে পরে ক্ষমা চাওয়া কংগ্রেসের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিযোগ শাসক পক্ষে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি একাংশ রাজনৈতিক নেতার নানা ধরনের বিতর্কিত এবং বিস্ফোরক মন্তব্যের ফলে পরিস্থিতি অধিক জটিল রূপ নিতে দেখা যাচ্ছে। এবার এক্ষেত্রে নতুন সংযোজন ঘটিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা। মোবাইলের যুগে মন্দিরের সাধু, নামঘরীয়া ধর্ষণে জড়িত বলে উগ্র সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই মন্তব্যের জন্য পরে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক। তবে আগুন লাগিয়ে জল ঢালার মত আর এই ক্ষমা চাওয়ায় পরেও বিষয়টির ক্ষেত্রে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে পরে ক্ষমা চাওয়া কংগ্রেসের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ উথাপন করেছে শাসক পক্ষ এবং সত্র নামঘরের সঙ্গে জড়িত ধার্মিক মহল।

প্রসঙ্গত এর আগেও অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সনাতন তথা হিন্দু ধর্ম নিয়ে নানা বিতর্কিত বক্তব্য করেছেন। এমনকি লাভ জিহাদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদি বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার পর অবশেষে নিজের বক্তব্য থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে তার এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এবার সেই কংগ্রেস দলের অপর একজন নেতা হিন্দুদের আক্রমণ করে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে আযোজিত এক সভায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন কখনো কখনো মন্তব্য করার সময় নিজেদের অন্তরের কথা বেরিয়ে আসে। কংগ্রেস বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লার ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে। এইসব চিন্তাধারা তাদের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে। সনাতন তথা হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করা তাদের অন্তরের কথা। এর জন্য সময় অসময়ে তারা এভাবে বিতর্কিত মন্তব্য করে চলেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন বলেন এটা পলায়নবাদি মনোভাব। একবার কথা বলার পর সেটা ডিলিট করা সম্ভব নয়। এটা কংগ্রেস দলের এক মোটিভ। বাংলাদেশি মিঞা বিধায়ক একজনের মুখে এই ধরনের কথা শোভা পায় না। তারা যে ধরনের গতিবিধি অব্যাহত রেখেছে সেটা রাজ্যবাসী ভালো করে জানেন। এবার তারা হিন্দুদের পূজারীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কলঙ্ক যুক্ত মন্তব্য করেছে। এর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেক্ষেত্রে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন।

একইভাবে বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেন একজন আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং পরে ফায়ার ব্রিগেড এনে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল সেটা হয় নাকি। আগুন জালিয়ে সেটাতো ধ্বংস করে দেওয়াই হল। এরপরে বললে হবে কি যে ভুলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হলো। এভাবে এইসব চলতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা এক্ষেত্রে বলেন কংগ্রেসের এই ধরনের মন্তব্য করার ইতিহাস রয়েছে। কখনো লাভ জিহাদ আবার কখনো মিঞা মিউজিয়ামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কংগ্রেস। এভাবে ক্ষমা চাইলে রাজ্যবাসী কখনো মাফ করে দেবে না বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি সত্র নামঘরের সঙ্গে জড়িত ধার্মিক মহল। সত্র নামঘরের সঙ্গে জড়িত তথা আঠখেলিয়া নামঘরের সহসম্পাদক নরেন শইকীয়া বলেন এভাবে সভাপতি ভূপেন বরা, কংগ্রেসের বিধায়করা অসমে কি ধরনের রাজনীতি করতে চাইছেন। মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়াই

তাদের রাজনীতি। প্রথমে বিতর্কিত মন্তব্য এবং পরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এই ধরনের নিকৃষ্ট রাজনীতি অসমের না করলেই ভালো। এক্ষেত্রে তাদের সতর্ক করে দিয়ে এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে উচিত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন তিনি। নরেন শইকীয়া বলেন এভাবে বৈষ্ণব ভক্তদের অপমান করা হয়েছে, ধর্ষণে লিপ্ত বলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে উচিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করে তিনি বলেন অন্যথায় বৈষ্ণব সমাজ তাদের বিরুদ্ধে স্থিতি গ্রহণ করবে। একইভাবে এক নামঘরের প্রধান সম্পাদক যোগেন্দ্র নাথ শইকীয়া বলেন কয়েকদিন আগেই লাভ জিহাদের কথা বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। শুধুমাত্র মুসলমানদের ভোট নেওয়ার জন্য মুসলমান ব্যক্তিদের তাদের দিকে টানতে এই ধরনের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার বীজ রোপন করা হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে তারা যেন এই ধরনের মন্তব্য না করেন এক্ষেত্রে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। শ্রী শ্রী বদলা পদ্ম ডেকা সত্রাধিকার দীপজ্যোতি মহন্ত বলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অপরাধ করবে, নামঘর মন্দির নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করবে এটা আর সহ্য করা হবে না। নামঘর মন্দির নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করলে সেটা গায়ে লেগে যায়। ফল এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করার থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য কংগ্রেস বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা বলেছেন বিভিন্ন ব্যক্তিরা বলেন মুসলমান বলে সবেতে এক নম্বর। মেয়ে দেখলে বলে মুসলমানদের রক্ত গরম হয় শরীর গরম হয়। অথচ বর্তমানের এই মোবাইলের যুগে যেখানে ধর্ষণ হয় সেখানেই মন্দিরের সাধু কিংবা নামঘরীয়া জড়িত হয়। হিন্দু ব্যক্তিরা ব্যভিচার করেন। অথচ এক্ষেত্রে মুসলমানদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উথাপন করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা। স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস বিধায়কের হিন্দু বিরোধী এই মন্তব্যের উপর রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এই আশঙ্কা করে নিজের বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষায় ব্যানার লেখা হলে সেটা পুনরায় ছিড়ে দেওয়া হবে সেটা স্পষ্ট কথা বলে হুমকি বীর লাচিত সেনার সম্পাদক শৃংখল চলিহার

অসমে হিন্দু বাংলাদেশী এসে অসমীয়া ভাষার উপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করবে আর বীর লাচিত সেনা চুপচাপ বসে থাকবে সেটা হবে না

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় দুর্গাপূজার মন্ডপে বাংলা ভাষায় লেখা থাকা ব্যানার ছিড়ে দিয়েছিল বীর লাচিত সেনা। এবার পুনরায় একই ধরনের হুমকি দিয়েছে এই সংগঠন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষায় ব্যানার লেখা হলে সেটা পুনরায় ছিড়ে দেওয়া হবে সেটা স্পষ্ট কথা বলে হুমকি দিয়েছেন বীর লাচিত সেনার সাধারণ সম্পাদক শৃংখল চলিহা। তিনি বলেন অসমে হিন্দু বাংলাদেশী এসে অসমীয়া ভাষার উপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করবে আর বীর লাচিত সেনা চুপচাপ বসে থাকবে সেটা হবে না।

বাংলা ভাষার উপরে ফের একবার উগ্র মনোভাব প্রকাশ করেছে বীর লাচিত সেনা। দূর্গা পূজার বিভিন্ন মন্ডপে বাংলা ভাষায় লেখা থাকা ব্যানার ছিড়ে দিয়েছিল এই সংগঠনটি। এরপর রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় বীর লাচিত সেনার এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। তাছাড়া প্রাক্তন বিধায়ক তথা ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেব এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে দূর্গা পূজার বিভিন্ন মন্ডপে বাংলা ভাষায় লেখা থাকা ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া বিষয়টির নিন্দা জানিয়ে এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাছাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপে বাংলা ভাষার পাশাপাশি অসমীয়া ভাষায় ব্যানার ব্যবহার না করা পূজা কমিটিগুলোর ভুল হয়েছে বলেও মতামত ব্যক্ত করেছিলেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব।

প্রসঙ্গত দুর্গাপূজায় ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে বাহাদুরি দেখানো বীর লাচিত সেনা গুয়াহাটি মহানগরে আটটি গাড়ি নিয়ে টাকা আদায়ে করছে বলে শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে স্বয়ং এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন বাহাদুরি হিসেবে দুর্গাপূজায় ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবার ৮ টি গাড়ি নিয়ে টাকা আদায়ে ব্যস্ত হয়েছে বীর লাচিত সেনা। এমনকি মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী থেকেও টাকা আদায় করে নিয়ে গেছে বীর লাচিত সেনা। ফলে এই সংগঠনটিকে অর্থ আদায়ে জড়িত না হয়ে বরং ৮ টি কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বীর লাচিত সেনার সাধারণ সম্পাদক শৃংখল চলিহা। তিনি বলেন বীর লাচিত সেনার ত্যাগের বিষয় রাজ্যবাসী স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে বীর লাচিত সেনার নাম নিয়ে টাকা আদায় করার কথাটি সত্য। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সঠিক কথা বলেছেন। এমনকি তিনিও বারংবার এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। মুখ্য সচিব, ডিজিপিকে এই সংক্রান্তের বহুবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিভিন্ন থানায় এই সংক্রান্তে মামলা রজ্জু করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এক্ষেত্রে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন একটি গাড়ি টাকা আদায় করছে। এক্ষেত্রে এই আটটি গাড়িকে ধরে প্রতিজন গাড়ির মালিক, গাড়ির চালক এবং সেই গাড়িতে বসে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক শৃংখল চলিহা।

তিনি বলেন বীর লাচিত সেনা এই ধরনের কাজে কখনোই জড়িত নয়। ফলে রাজ্যের সিআইডি বিভাগকে এক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে বীর লাচিত সেনা। টাকা দেয় জড়িত আটটি গাড়ির মালিকসহ যাত্রীদের গ্রেফতার করে কারাগারে পুড়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেও মুখ্যমন্ত্রীর ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়ার মন্তব্যের ক্ষেত্রে বীর লাচিত সেনার আপত্তি রয়েছে। সংগঠনটি সাধারণ সম্পাদক বলেন অসমে হিন্দু বাংলাদেশী এসে অসমীয়া ভাষার উপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করবে আর বীর লাচিত সেনা চুপচাপ বসে থাকবে সেটা হবে না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষায় ব্যানার লেখা হলে সেটা পুনরায় ছিড়ে দেওয়া হবে সেটা স্পষ্ট কথা বলে হুমকি দিয়েছেন বীর লাচিত সেনার সাধারণ সম্পাদক শৃংখল চলিহা।

টুকরো খবর

বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে নকল দল বলে আখ্যা দিয়ে তাদের জন্য রাজ্যে ২৫৩০ টি লোকসভা কেন্দ্র সৃষ্টি করতে হবে বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

নিজেকে ২০০ কেজি ওজনের বক্সার বলে উল্লেখ করে ৫০ কেজি ওজনের কংগ্রেসকে প্রথম রাউন্ডে নকআউট করার ঘোষণা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কংগ্রেস এবং বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন এই মঞ্চের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের আসনে দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে। ফলে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের জন্য নির্বাচনের আগে রাজ্যে ২৫৩০ টি লোকসভা কেন্দ্র সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। আজমল নিজেকে ২০০ কেজি ওজনের বক্সার বলে উল্লেখ করে ৫০ কেজি ওজনের কংগ্রেসকে প্রথম রাউন্ডে নকআউট করার ঘোষণা করেছেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বেশ কয়েকদিন ধরে গোয়ালপাড়ায় ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখে ফের কংগ্রেস এবং বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তাছাড়া তিনি এবার ২০০ কেজি ওজনের বক্সার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন ধুবড়ি, নগাঁও এবং করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে এআইইউডিএফ যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে এটা নিশ্চিত। তবে যদি ২০০ কেজি ওজনের বক্সারের বিরুদ্ধে ৫০ কেজি ওজনের বক্সার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে তাহলেও ফাইট হবে। তবে সেই ফাইট প্রথম রাউন্ড কিংবা আধা রাউন্ডের পরেই শেষ হয়ে যাবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে নকল দল। এই মঞ্চে থাকা দলগুলোর অস্তিত্ব নেই। কোনো দলের নাম শোনা যায় না। রাইজর দলের অস্তিত্ব আছে কি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন অখিল গগৈর কি অস্তিত্ব রয়েছে। তাছাড়া যদি মমতা ব্যানার্জি আসেন তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের অসাম প্রদেশ সভাপতি রিপুণ বরার অস্তিত্ব থাকবে। মঞ্চে থাকা বিভিন্ন দল পাঁচটি করে আসনের দাবি উত্থাপন করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সেটা দিতে পারবে না। ফলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের জন্য নির্বাচনের আগে লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫৩০ টি বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে প্রত্যেকে আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভবপর নয় বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা আজমলকে নিমন্ত্রণ করে গলায় গামছা পরিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা ঘটনার তীব্র নিন্দা বিজেপি সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। গোয়ালপাড়ায় আযোজিত শংকর সংঘের কেন্দ্রীয় যুব শিশু আই মাতৃ সমারোহে অংশগ্রহণ করার জন্য বদরুদ্দিন আজমলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করে তিনি যখন শংকর সংঘের সমারোহে এসে উপস্থিত হন কমিটির তরফে আজমলের গলায় গামছা পরিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা হয়েছে। এআইইউডিএফ সভাপতি নিজের ভাষণের শুরুতে এবং শেষে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করেছেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা বলেন এই ঘটনায় প্রত্যেকে ব্যথিত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন এবং আশ্চর্য হয়েছেন। উল্লেখ্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধুবড়ি, বরপেটা এবং গোয়ালপাড়ায় ব্যাপক প্রচার অভিযানে সক্রিয় হয়ে রয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। অভিযোগ অনুসারে প্রচার অভিযানে অংশ নিয়ে নানা জনসভায় উপস্থিত থেকে উগ্র বিস্ফোরক সম্প্রদায়িক মন্তব্য করছেন তিনি। সম্প্রতি এক জনসভায় অংশ নিয়ে আজমল বলেছেন তিন দিন মিঞা না থাকলে গুয়াহাটি মহানগর কবরস্থানে পরিণত হবে। তাছাড়া আগামী ২৫৩০ বছর পর ভূমিপুত্রদের বর্তমান ৫০ নম্বরে থাকা মুসলমান ছেলে মেয়েরা যখন এক নম্বরে আসবে তখন তাদের পা ধুয়ে জল খেতে হবে বলেও বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। ফলে এই পরিস্থিতিতে শংকর সংঘের মত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গোয়ালপাড়ায় আযোজিত তাদের কেন্দ্রীয় যুব শিশু আই মাতৃ সমারোহে এআইইউডিএফ সভাপতিকে নিমন্ত্রণ করার বিষয়টির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাজ্য বিজেপি। গেরুয়া দলটির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা বলেন গোয়ালপাড়ায় আযোজিত শংকর সংঘের সমারোহে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টিতে প্রত্যেকে আশ্চর্য হয়েছেন। এক্ষেত্রে বিজেপি অত্যাধিক ব্যথিত হয়েছে। অভ্যর্থনা কমিটি কেন বদরুদ্দিন আজমলকে নিমন্ত্রণ জানালো সেটা বোঝা যাচ্ছে না। যেই আজমল গুয়াহাটি মহানগরকে কবরস্থান বানিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে পারেন, যেই আজমল আর মাত্র ২০ বছর পর অসমীয়া জাতি মিঞার পা ধোয়া জল পান করতে হবে বলে সম্পূর্ণ জাতিকে তাচ্ছিল্য করতে পারেন সেই বদরুদ্দিন আজমলকে মহান শংকর সংঘের সমারোহের মঞ্চে অভ্যর্থনা কমিটি স্থান দেওয়া বিষয়টি এক আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা বলেন এই বদরুদ্দিন আজমলের আগ্রাসন পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের সত্র নামঘরের জমি বেদখল হচ্ছে। অথচ সেই এআইইউডিএফ সভাপতিকে শংকর সংঘের সমারোহে নিমন্ত্রণ করে সম্মান জানানো হচ্ছে। এই ঘটনায় প্রত্যেকে ব্যথিত, দুঃখিত এবং আশ্চর্য হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে গোয়ালপাড়ায় কেন্দ্রীয় যুব শিশু আই মাতৃ সমারোহ আযোজন করা শংকর সংঘের অভ্যর্থনা কমিটির পদাধিকারীরা বলেন এক্ষেত্রে ভুল হয়নি, ইচ্ছাকৃতভাবে বদরুদ্দিন আজমলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শংকর সংঘ মূলত প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধর্মকে সম্মান করে। ফলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে বদরুদ্দিন আজমলকে সমারোহে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাছাড়া এই নিমন্ত্রণ জানানোর বদলে শংকর সংঘ এআইইউডিএফ সভাপতি থেকে কোনো ধরনের আর্থিক সাহায্য নেইনি বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে অভ্যর্থনা কমিটি।

যাত্রীদের যাত্রা সহজ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও উৎসব স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ আসন্ন উৎসবকালীন সপ্তাহের সময় ভ্রমণকারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উভয় দিক থেকে আরও দুই জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি কামাখ্যা গোরখপুর এবং কাটিহার মুম্বাই সেন্ট্রালের মধ্যে চলাচল করবে। সেই অনুযায়ী, ০৫০৮২নং. (গোরখপুর কামাখ্যা) স্পেশাল ট্রেনটি চারটি ট্রিপের জন্য ১০ নভেম্বর থেকে ০১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত গোরখপুর থেকে ১৫.০৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৫.০০ ঘণ্টায় কামাখ্যা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫০৮১নং. (কামাখ্যা গোরখপুর) স্পেশাল ট্রেনটি চারটি ট্রিপের জন্য ১১ নভেম্বর থেকে ০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত কামাখ্যা থেকে ২১.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৭.৩০ ঘণ্টায় গোরখপুর পৌঁছবে। ০৯১৮৯নং. (মুম্বাই সেন্ট্রাল কাটিহার) স্পেশাল ট্রেনটি আটটি ট্রিপের জন্য ১১ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মুম্বাই সেংট্রাল থেকে ১০.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৭.৩০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৯১৯০নং. (কাটিহার মুম্বাই সেন্ট্রাল) স্পেশাল ট্রেনটি আটটি ট্রিপের জন্য ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ থেকে ০২ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত কাটিহার থেকে ০০.১৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৮.৪০ ঘণ্টায় মুম্বাই সেন্ট্রাল পৌঁছবে। যাত্রীদের জন্য উভয় স্পেশাল ট্রেনে এসি ২টিয়ার, এসি ৩টিয়ার, স্লিপার ক্লাস এবং সেকেন্ড সিটিং সহ মোট ২২টি কোচ থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

টাইমড আউট : সাকিবের 'লজ্জাজনক কাজ', অথবা ম্যাথুজের 'অজ্ঞতা'

কলকাতা : 'টাইমড আউট ডিসমিস্যাল' ক্রিকেটের আইন সিদ্ধ একটি আউটের ধরন, কিন্তু যা ১৪৬ বছরেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যবহৃত হয়নি। এ কারণেই প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর ব্যবহার দেখে বিষয়টি নিয়ে চলছে তুমুল শোরগোল ¯ আলোচনা যেমন আছে, তেমনি আছে সমালোচনাও। সাকিব আল হাসানের বিপক্ষে অনেকে মতামত দিচ্ছেন, তবে অনেকেই আবার বলছেন সাকিব ঠিক কাজটাই করেছেন। আবার কেউ কেউ সাকিব আল হাসানের শৃঙ্খলাজনিত ঘটনাগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ভারতের সাবেক ফাস্ট বোলার ভেঙ্কাটেশ প্রাসাদ লিখেছেন, ক্রিকেটের কথা ভাবলে সাকিব এই খেলাটারই মহান ক্রিকেটারদের একজন হওয়ার কথা। কিন্তু ২০১৯ সালের নিষেধাজ্ঞা, আম্পায়ারদের উস্কানি দেয়া, নিজেকে ক্রিকেটের চেয়ে বড় মনে করা ¯ এসব মিলিয়ে গতকাল যা করলেন তাতে আমি অবাক হইনি। ভারতেরই আরেক সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফও বিষয়টিকে 'লজ্জাজনক' হিসেবে দেখছেন। তিনি লিখেছেন, সাকিবের যেকোনও মূল্যে জয়ের কথা না ভেবে, শুধু জয়ের কথা ভাবা উচিত ছিল। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার বলছেন, এটা খেলাটার স্পিরিটের বিরুদ্ধে গেল। আমি জানি এটা আইনে আছে, কিন্তু এর আগে যেহেতু কেউ আপিল করেনি, সাকিবও এড়িয়ে গেলেই পারতেন।

'টাইমড আউট' কী? ক্রিকেটে একজন ব্যাটার আউট হয়ে যাওয়ার পর আরেকজন ব্যাটার নেমে ক্রিজে দাঁড়ানোর মধ্যে একটা সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংগঠন মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব ¯ এমসিসির আইন অনুযায়ী একজন ব্যাটার তিন মিনিটের মধ্যে ক্রিজে তৈরি না থাকলে প্রতিপক্ষ আপিল করতে পারবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল চলতি বিশ্বকাপের জন্য এটাকে দুই মিনিটে নামিয়ে আনে। ম্যাচের মধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের মুখপাত্র গত রাতের ম্যাচের ফোর্ড আম্পায়ার এড্রিয়ান হোল্ডস্টক বলেছেন, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ দুই মিনিটের মধ্যে আসেননি ক্রিজে। তিনি হেলমেট সম্পর্কে যখন জানান, ততক্ষণে নির্ধারিত দুই মিনিট পার হয়ে গেছে। এই ঘটনায় সাকিবের সমালোচনা করেছেন অনেকেই, তাদের একজন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আজহার আলী। তিনি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সএ (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, আমি নিশ্চিত সাকিব নিজের ক্যারিয়ারে অনেকবারই এভাবে টাইমড আউট হতে পারতেন, যদি কেউ আপিল করতেন আমাদের অনেকের সাথেই এটা হতে পারতো। আজহার আলী স্পোর্টসম্যানশিপের দিক থেকে এই ঘটনাটিকে খারাপ উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। আজহার আলীর পোস্টের মন্তব্যের ঘরেই অনেকেই বলেছেন, ক্রিকেটের নিয়ম তৈরিই হয়েছে ক্রিকেটারদের মেনে চলার জন্য, আর সাকিব ঠিক সেটাই করেছেন। ফোর্থ আম্পায়ার এড্রিয়ান হোল্ডস্টক দুই মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন বটে, তবে টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা গেছে ভিন্ন ঘটনা। মাঠে উপস্থিত থাকা বাংলাদেশের ক্রিকেট সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রনি বলছেন, চতুর্থ আম্পায়ার যেটা বলেছেন, সেটায় ভুল আছে। হতে পারে, তাদের হিসেবের ভুল। কারণ, টিভি রিপ্লেতে পরিষ্কার দেখা গেছে, ম্যাথুজ এক মিনিট ৫২ সেকেন্ডে গার্ড নিয়েছেন। এরপর হেলমেট ঠিক করতে গিয়ে এক মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে তার স্ট্র্যাপ ছেঁড়ার ঘটনা ঘটে। এখানে মি. রনি মনে করেন ম্যাথুজের উচিৎ ছিল হেলমেট বদলের সময় আম্পায়ারকে বলে নেয়া। তিনি লিখেছেন, সাকিব তার জায়গা থেকে ঠিক আছেন। আম্পায়ারের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। জনপ্রিয় ক্রিকেট উপস্থাপক হারশা ভোগলে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সএ (সাবেক টুইটার) গোটা ঘটনা নিয়ে একটা বিশদ লেখা লিখেছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে আম্পায়াররা বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ। তারা জেনে বুঝেই এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সাকিবও তার অধিকারের পূর্ণ চর্চা করেছেন। তবে হারশা বলেছেন এখানে ম্যাথুজ কোনও অন্যায় সুবিধা নিতে চাননি, যেমনটা নন স্ট্রাইকার প্রান্তে আউটের ক্ষেত্রে হয়। হারশা নিজে এই আপিল করতেন না, তবে এই আপিলে তিনি দোষের কিছু দেখেন না। তিনি লিখেছেন, স্পিরিট অফ ক্রিকেটের কথা বাইরে রাখাই ভালো, এটা একটা দুর্বল যুক্তি, যারা মূর্খ তারা ভুল ঢাকতে এটা ব্যবহার করেন। এখানে আইন আছে, আপনি আইন মেনে খেলবেন। হারশার শেষ লাইনটা ছিল এমন, ম্যাথুজ ও শ্রীলঙ্কার সমর্থকরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হতেই পারেন, তবে ক্রিকেটের নিয়ম বলছে তিনি আউট। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের আলোচনায় বলেন, শুরুতেই একটা জিনিস স্পষ্ট করি। প্রত্যেকটা দলই স্পিরিট অফ দ্য গেইম কোনও না কোনও ভাবে ভাঙ্গেই, এটা নিয়ে কথা না বলাই ভালো। তিনি বলেছেন, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ তো একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ক্রিকেটের আইন নিয়ে তার ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন ছিল। ভন বলেছেন, এখানে ম্যাথুজ আরেকটু চৌকস হতেই পারতেন। সাকিব একজন স্পিনার, তার বলে হেলমেটের প্রয়োজন হয় না। তিনি প্রথম বলটা খেলে দিতে পারতেন, এরপর বলতে পারতেন আমার হেলমেটের ফিতাটা ছিড়ে গেছে। মাইকেল ভন মনে করেন, সাকিব পুরোপুরি নিজের অধিকারের মধ্যে থেকেই আপিল করেছেন। একই আলোচনায় থাকা নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার সাইমন ডুলও বলেছেন, ম্যাথুজ তো কাল প্রথম ম্যাচ খেলতে নামেননি। হেলমেটের সমস্যা দেখার সাথে সাথে তার আম্পায়ার অথবা সাকিবের সাথে কথা বলা দরকার ছিল। সাইমন ডুল একটু কড়া ভাষাতেই বলেন, যদি ম্যাথুজ এটা সম্পর্কে পুরো ধারণা না রাখেন এটা অজ্ঞতা। মাইকেল ভন বলেছেন, যে সময়টা ক্ষেপন হয়েছে সেটার কারণে বাংলাদেশ ওভার রেটে জরিমানা পেতে পারতো। পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে কিছুটা হলেও সতর্ক থাকবে। চলমান টুর্নামেন্টে আফগানিস্তান পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ডের মতো দলের বিপক্ষে জয় পেয়েছে। দলটির স্পিন বোলিং লাইন আপ মনে হচ্ছে বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা। মুজিব উর রহমান, মোহাম্মদ নবী, রাশিদ খানের সাথে যোগ হয়েছেন বাহাতি চায়নাম্যান নূর আহমেদ। যদিও অস্ট্রেলিয়া টুর্নামেন্ট জুড়েই দারুণ ব্যাট করছে, তবু আফগানিস্তান বলেই একটা শংকার জায়গা থেকেই যায়। এই অবস্থা থেকে আফগানিস্তান অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয় পেলেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবে। অস্ট্রেলিয়া আজ জয় পেলে সেরা চারে টিকে থাকা অনেকটাই নিশ্চিত করবে।

টেন্ডুলকারের পরামর্শ মেনেই জাদরানের শতক

নয়া দিল্লি : ৯৯ রানে থাকতে কি একটু স্নায়ুচাপে ভুগেছিলেন? পরের রানটি নেওয়ার আগে দুটি বল দেখেশুনে খেললেন। এরপর (৪৪তম) ওভারের শেষ বলটি কাভারে ঠেলেই ইব্রাহিম জাদরান অন্য প্রান্তে পড়িমরি করে ছুটলেন। ২টি রানে শতকপূরণ হলেও ফিল্ডারের থ্রোটা ঠিকমতো হলে জাদরান রান আউটও হতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসেরই জয় হলো এবং বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের হয়ে প্রথম শতকটিও হয়ে গেল জাদরানের সৌজন্যে।

শেষ পর্যন্ত ১৪৩ বলে ১২৯ রানে অপরাজিত ছিলেন ইব্রাহিম জাদরান। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আফগানিস্তান ৫ উইকেটে ২৯১ তুলেছে মূলত তাঁর ব্যাটে ভর করেই। এই ইনিংসটি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের জন্য অবশ্যই ঐতিহাসিকএ টুর্নামেঃট দেশটির হয়ে প্রথম শতক বলে কথা! দলের ইনিংস শেষে ম্যাচের সম্প্রচারক চ্যানেলের সঙ্গে আলাপচারিতায় ইব্রাহিম জাদরান জানিয়েছেন, শতকটিতে শচীন টেন্ডুলকারেরও পরোক্ষ ভূমিকা আছে।

অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে গতকাল আফগানিস্তানের অনুশীলন দেখতে গিয়েছিলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার টেন্ডুলকার। সেখানে রশিদ খানজাদরানদের নানা প্রেরণামূলক কথা বলেছেন টেন্ডুলকার।

এ নিয়ে 'ক্রিকেটওয়ার্ল্ডকাপডটকম'কে রশিদ খান বলেছিলেন, 'আমাদের সবার জন্য এটি বিশেষ মুহূর্ত।' তা টেন্ডুলকারের সঙ্গে সাক্ষাত তো জাদরানেরও হয়েছিল। কী কথা হয়েছিল দুজনের? আজ শতকের পর জাদরান বলেছেন, 'শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে ভালো আলাপ হয়েছে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এবং আমি ম্যাচের আগে বলেছিলাম, শচীন টেন্ডুলকারের মতো ব্যাট করব। তিনি আমাকে অনেক আত্মবিশ্বাস ও শক্তি দিয়েছেন।'

এবার বিশ্বকাপে দারুণ খেলছে আফগানিস্তান। ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠার দৌড়ে এখনো টিকে আছে হাশমতউল্লাহ শহীদির দল। ৭ ম্যাচে ৪ জয় এবং ৩ হারে মোট ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ছয়ে আফগানিস্তান। পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ে ৮৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জাদরান। সে ম্যাচে শতক হাতছাড়ার আক্ষেপ আছে তাঁর। ইনিংস শেষে সে কথা বলতে গিয়ে জাদরান জানিয়েছেন, পাকিস্তান ম্যাচের পর তাঁর মনে হয়েছিল আগামী তিন ম্যাচের মধ্যে শতক পাবেন, 'বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের প্রথম শতক করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এই টুর্নামেন্টের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। পাকিস্তানের বিপক্ষে শতক হাতছাড়া করলেও আজ পেয়েছি। কোচিং স্টাফকে বলেছিলাম, মনে হচ্ছে আগামী তিন ম্যাচের মধ্যে শতক পাব।' পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর শ্রীলঙ্কা এবং নেদারল্যান্ডসকেও হারিয়েছে আফগানিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচে এসে ঠিকই শতকের দেখা পেলেন জাদরান। এটা তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারে পঞ্চম শতক।

'ভার্টিগো' সমস্যায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে নেই স্মিথ

মুম্বাই : স্টিভেন স্মিথের সমস্যাটা পুরোনো। এর আগেও 'ভার্টিগো' নামের এই সমস্যায় পড়েছিলেন। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নিজেই বলেছিলেন, দুএক দিন ধরে এ সমস্যায় ভুগছেন। গতকাল খেলার আশা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে খেলছেন না স্মিথ। ভার্টিগো মূলত একধরনের মাথা ঘোরানো সমস্যা। ইংল্যান্ডের 'এনএইচএস' বা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, এটি মূলত একধরনের সমস্যার উপসর্গ। ভার্টিগোর সঙ্গে আরও যেসব উপসর্গ দেখা দেয়, তার মধ্যে আছে ভারসাম্যহীনতাযাতে দাঁড়ানো বা হাঁটা কঠিন, অসুস্থ বোধ করা বা অসুস্থ হয়ে পড়া, মাথা ঘোরানো।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে স্মিথ বলেছিলেন, 'গতকাল (পরশু) বা এমন সময় থেকে একটু ভার্টিগো সমস্যা হচ্ছে, যেটা বিরক্তিকর। আশা করি, আজকের অনুশীলন পার করতে পারব, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, ঠিক সুখকর কোনো পরিস্থিতি নয়।'

এ ম্যাচে খেলা নিয়ে সংশয় আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে স্মিথ বলেছিলেন, 'না, আমার মনে হয়, ঠিক হয়ে যাব। হ্যাঁ, এ মুহূর্তে ভালো বোধ করছি না কিন্তু (নেটে) খেলব, এরপর দেখা যাবে কী অবস্থা। আশা করি, সব ঠিকঠাক থাকবে।'

সেটি অবশ্য থাকেনি। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, গতকাল সংবাদ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে নেটে ব্যাটিং অনুশীলনে গিয়েছিলেন স্মিথ। শুরুতে তেমন কোনো অস্বস্তি ফুটে ওঠেনি তাঁর মধ্যে। তবে অন্যদিকের নেটে যাওয়ার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করেন। এরপর একজন সাপোর্ট স্টাফের সঙ্গে উঠে যান স্মিথ।

আজ টসের সময় অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেছেন, 'স্মিথ (এ ম্যাচের আগে) একটু ভুগেছে, ফলে খেলছে না। (ক্যামেরন) গ্রিনও খেলছে না।' স্মিথ ও গ্রিনের জায়গায় আজ দলে ফিরেছেন মিচেল মার্শ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে দুজনই ছিলেন না। গলফ খেলতে গিয়ে কার্ট থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে কনকাশনে পড়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। পারিবারিক কারণে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন মার্শ।

গাজা ইসরায়েল যুদ্ধের এক মাস : মৃত্যু আর ক্ষুধার বিভীষিকাসহ যা যা ঘটছে

গাজা (ওয়েবডেস্ক): গাজা ইসরায়েলের রক্তাক্ত সংঘাতের এক মাস পূর্ণ হলো আজ। গত সাতই অক্টোবর ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর থেকে গাজায় ক্রমাগত পাল্টা আক্রমন করতে থাকে ইসরায়েল।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা এতোটাই তীব্র রূপ নেয় যে, গত এক মাসে ওই উপত্যকায় যতো হতাহত হয়েছে তা ২১ মাসে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েলের অব্যাহত বিমান হামলায় এখনো পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

সব মিলিয়ে এক চরম মানবিক বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে গাজার অন্তত ২০ লাখ মানুষ। হামলা থেকে বাঁচতে সবাই দক্ষিণের পথে পা বাড়ালেও জাতিসংঘ বলছে গাজার কোন জায়গায়ই নিরাপদ নয়।

এমন পরিস্থিতিতে সীমান্ত পার হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ারও কোন সুযোগ নেই এই লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষের। মিশরের সীমান্ত ঘেঁষা রাফাহ ক্রসিংও খোলা হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে। এমন পরিস্থিতিতে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংকটে অবরুদ্ধ গাজার লাখ লাখ মানুষ এক প্রকার মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

ইহুদীদের বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুকত শেষ হবার পরপরই ৭ই অক্টোবর ভোর থেকে হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা অঞ্চল থেকে ইসরায়েলের দিকে রকেট হামলা শুরু করে। এরিমধ্যে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বেশ কিছু অস্ত্রধারী দক্ষিণ ইসরায়েলে ঢুকে পড়ে।

এজন্য শুরুতে তারা সীমান্ত বেষ্টনীতে থাকা পর্যবেক্ষণ সরঞ্জামে ড্রোন হামলা চালায়। এরপর বিস্ফোরক এবং যানবাহন ব্যবহার করে নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তত ৮০টি জায়গা ভেঙে তারা ইসরায়েলে প্রবেশ করে।

এসব কাজে মোটর চালিত হ্যাংগ্লাইডার অর্থাৎ অনেকটা প্যারাসুটের মতো দেখতে মানববাহী বাহন এবং মোটরবাইকও ব্যবহার করে তারা। এভাবে গাজা থেকে হাজারো সশস্ত্র হামাস সদস্য একাধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং আক্রমণ চালাতে শুরু করে। হামাস যোদ্ধাদের মধ্যে একটি অংশ বেসামরিক মানুষদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় এবং অন্যরা সামরিক ফাঁড়িগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এরপর তারা ইসরায়েল থেকে ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে বন্দি করে সীমান্তের সুড়ঙ্গ পথগুলো দিয়ে গাজা উপত্যকায় নিয়ে যায়।

অসমর্থিত কিছু ভিডিওতে দেখা যায় ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের বেসামরিক নাগরিকদের ধরে মোটর বাইকে করে গাজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

হামাসের এত বড় পরিকল্পিত হামলা কিভাবে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়িয়ে গেল, সেটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কোন ব্যক্তিগত দায়ভার স্বীকার করেননি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে তিনি এ নিয়ে ভীষণ চাপের মধ্যে আছেন। গত ২৯শে অক্টোবর তার একটা এক্স বার্তা বা সাবেক টুইটার বার্তা আলোচনার ঝড় তোলে। যেখানে তিনি গোয়েন্দা সংস্থাকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত করেন। তবে পরে মি. নেতানিয়াহু টুইটটি মুছে দেন ও ক্ষমা চান। ইসরায়েলে হামাস হামলা চালানোর পরপরই গাজা উপত্যকা লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালাতে শুরু করে তেল আবিব। গাজায় স্থল অভিযান চালাতে গাজা সীমান্তে লাখ লাখ পদাতিক সেনা, সাঁজোয়া সেনা, আর্টিলারি সৈন্যদল মোতায়েন করা হয়। টানা এক সপ্তাহ ধরে গাজায় বিমান হামলার পর, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েলের পদাতিক বাহিনী ও ট্যাঙ্ক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলার উদ্দেশ্যে গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করে। তবে আনুষ্ঠানিক স্থল অভিযান বা যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘোষণা আসে ২৮শে অক্টোবর। অর্থাৎ হামলা শুরুর ২১ দিন পর। ওইদিন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা দেন, গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অভিযান দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

নেতানিয়াহু ওই টেলিভিশন ভাষণে বলেন, আমরা যুদ্ধ করব, আমরা স্থলে বা আকাশে কোথাও সৈন্য প্রত্যাহার করব না। পশ্চিমা দেশ ও আরব বিশ্বের মিত্ররা ইসরায়েলের পাশে আছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের এই যুদ্ধকে তিন স্তরে ভাগ করার কথা জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইযাভে গ্যালান্ট।

তিনি বলেছেন, প্রথম পর্যায়ে অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, হামাসকে পরাজিত ও ধ্বংস করার জন্য তাদের অবকাঠামো ধ্বংস করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসরায়েলি সেনারা, হামাস সদস্যদের খুঁজে বের করে তাদের নির্মূল করতে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাবে।

এবং তৃতীয় পর্যায়ে, ইসরায়েলের নাগরিকদের জন্য নতুন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে, গ্যালান্ট বলেন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে যে, সাতই অক্টোবরের হামলার পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এক হামাস নেতাকে তারা হত্যা করেছে। বিবিসি যুদ্ধক্ষেত্রে এই নিহত হওয়ার খবর এককভাবে যাচাই করতে পারেনি। এ বিষয়ে হামাস এখনও কোন মন্তব্য করেনি। এদিকে, গাজায় হামলা অব্যাহত থাকায় হামাসের হাতে জিম্মি ব্যক্তিদের মুক্তির বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে। হামাস এ পর্যন্ত কয়েকজন জিম্মিকে মুক্তি দিলেও এখনও বেশিরভাগ তাদের হাতে বন্দি রয়েছে। নেতানিয়াহু হামাসের হাতে জিম্মি হওয়া ইসরায়েলিদের পরিবারের সাথে দেখা করেছেন, যারা গাজায় তীব্র হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

হামাস মূলত এই জিম্মিদের বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে থাকা সব ফিলিস্তিনি বন্দীর মুক্তির প্রস্তাব দেয়। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, সেনারা গাজায় প্রবেশ করে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং কার্যতভাবে তারা গাজা উপত্যকাকে উত্তর গাজা এবং দক্ষিণ গাজা, এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে।

ইসরায়েল এখন গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে যেতে বাসিন্দাদের জন্য একটি 'করিডোর' খোলা রেখেছে বলে তিনি জানান।

গাজা শহরকে একটি যুদ্ধক্ষেত্র ঘোষণা দিয়ে বাসিন্দাদের দক্ষিণে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ লিফলেটও ফেলা হয়েছে। উত্তর গাজা থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক

করা হলেও সেখানে এখন সাড়ে তিন থেকে চার লাখ লোক অবস্থান করছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার দক্ষিণাঞ্চলেও হামলা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গাজার কোন অংশই এখন নিরাপদ নয় বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। এদিকে ইসরায়েল ঘোষণা করেছে তারা হামলা আরও জোরদার করবে এবং গাজা উপত্যকা এবং গাজা শহর ঘিরে স্থল অভিযানও আরও শক্তিশালী করা হবে। এমন অবস্থা দেখে গাজায় অবস্থানরত বিবিসির সংবাদদাতা রুশদী আবু আলুফ মনে করছেন, ইসরায়েলি বাহিনী এভাবে গাজার বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করতে চাইছে এবং গাজা শহরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এদিকে ইসরায়েলি হামলা থেকে রক্ষা পায়নি হাসপাতালও। অক্টোবরের মাঝামাঝি গাজার আল আহলি আরব নামের হাসপাতালে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। সেইসাথে আল কুদস ও আল শিফা হাসপাতালের আশেপাশেও তারা হামলা চালায়।

গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েলের অব্যাহত বিমান হামলায় এখনো পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৬৫ শতাংশই নারী ও শিশু।

যদিও ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই হিসাব বিশ্বাস করে না। দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের ফিলিস্তিনি শাখার কর্মকর্তা জেসন লি গাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, সেখানে প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে শিশু মারা যাচ্ছে। সেইসাথে যতো মানুষ আহত হয়েছে তাদের প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন শিশু।

এদিকে জাতিসংঘের হিসেবে ২১ মাস আগে রাশিয়ার পুরো মাত্রায় ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর প্রায় ৯৭০০ জন বেসামরিক নাগরিক সেখানে মারা গিয়েছে। সে হিসেবে দেখা যায় রাশিয়ায় ২০২২ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে যতজনকে হত্যা করেছে, ইসরায়েলিরা এই এক মাসে তার চাইতেও বেশি বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে।

জাতিসংঘ আরও জানিয়েছে ইউক্রেনে হতাহতের এই হিসাবটি অসম্পূর্ণ এবং বেসামরিক নাগরিক মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে।

গাজা ও ইসরায়েলের এই নজিরবিহীন সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বিশ্বে কার্যত দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কেউ সরাসরি ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছে, আবার কেউ ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলছে। আবার কারও বক্তব্যে ফুটে উঠেছে 'নিরপেক্ষ অবস্থানের' কথা।

সবশেষ আরব দেশগুলো গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানায়। তবে যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করছে যে যুদ্ধবিরতি হলে হামাস পুনরায় সংগঠিত হবে, এবং আবারো সাতই অক্টোবরের মতো হামলা চালাতে পারে সংগঠনটি। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র গাজায় এখনই কোন যুদ্ধবিরতি চায় না। তবে দেশটি গাজায় একটি মানবিক বিরতির বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধবিরতি আর মানবিক বিরতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল মানবিক বিরতি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য কার্যকর হয়। কখনো কয়েক ঘণ্টার জন্যও কার্যকর করা হয়ে থাকে মানবিক বিরতি।

শুধুমাত্র মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্যই মানবিক বিরতি আহ্বান করা হয়ে থাকে।

এই মানবিক বিরতির বিষয়ে আরব দেশগুলোর সমর্থন আদায়ে সৌদি আরব, জর্ডান, ইরাক ও তুরস্কে সফর করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন।

আম্মানে লেবানন, কাতার, জর্ডান, মিশর, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সেখানে আরব রাষ্ট্রগুলো মানবিক বিরতির পরিবর্তে জরুরী অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব আনেন।

এ সময় আরব নেতাদের তোপের মুখে পড়েন মি. ব্লিংকেন। মানবিক বিরতির বিষয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথেও বৈঠক করেন ব্লিংকেন।

কিন্তু নেতানিয়াহু সাফ জানিয়ে দেন, ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত গাজায় হামাসের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হবে না। হামলা চলবে।

হামাসের হামলার একেবারে প্রথম দিন থেকে ইসরায়েল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে হামাসকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনও সেটিতে সমর্থন দিয়েছেন।

তবে তিনি এটাও যুক্ত করেন যে 'সঠিক পন্থায়' এটি করতে হবে। যার মানে তিনি বুঝিয়েছেন যে ইসরায়েলকে বেসামরিক নাগরিক রক্ষায় যুদ্ধের নীতি মেনে চলতে হবে।

এ বিষয়ে বিবিসির সংবাদদাতা জেরেমি বোয়েন বলেন, তিনি গত ৩০ বছরে ইসরায়েলের সবগুলো যুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন।

কিন্তু আমার মনে পড়ে না যে যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রশাসক এভাবে প্রকাশ্যে বলছে ইসরায়েলকে যুদ্ধের নীতি মেনে চলতে। ব্লিংকেনের সফর ইঙ্গিত দেয় যে তার বিশ্বাস ইসরায়েলিরা বাইডেনের পরামর্শ মানছে না।

এদিকে লেবাননের শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহ, গাজায় চলমান সংঘাত ও বেসামরিক নাগরিক মারা যাওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা চলতে থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে লেবাননের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল এবং সেখানকার সবচেয়ে বড় সশস্ত্র বাহিনী ইসরায়েলের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে কিনা, সে বিষয়ে তিনি কোন ইঙ্গিত দেননি।

এদিকে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনেন।

মানবিক সহায়তার জন্য গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৭শে অক্টোবর একটি প্রস্তাব পাস হয়।

আরব দেশগুলোর পক্ষে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে জর্ডান।

এ সময় প্রস্তাবের পক্ষে ১২০টি দেশ এবং বিপক্ষে ১৪টি দেশ ভোট দেয়। এছাড়া ভোটদানে বিরত ছিল ৪৫টি সদস্য দেশ।

গৃহীত এই প্রস্তাবে হামাসের কাছে জিম্মি বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়।

ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএ জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় জাতিসংঘের ৪৮টি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে যে, গাজার ১৫ লাখ বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই তাদের স্থাপনায় আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় ইতোমধ্যে ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশি মানুষ অবস্থান নিয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে নতুন করে আর কাউকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমন অবস্থায় এসব স্থাপনাগুলোর কাছে রাস্তাতেই বাধ্য হয়ে অনেক মানুষ ঠাঁই নিয়েছে।

অল্প জায়গায় এতো মানুষ গাদাগাদি করে থাকায় গুরুতর স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে এবং সবাইকে সেবা দেয়া রীতিমতো অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

বিশেষ করে ইসরায়েলের হামলায় বিশুদ্ধ খাবার জল এবং পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামোর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে।

সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে, গাজায় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দেয়ায়, সার্জনরা অ্যানেসথেটিক অর্থাৎ অবশ করার ওষুধ ছাড়াই অস্ত্রোপচার করছেন, হাসপাতালগুলোতে আলোর উৎস হিসেবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে মানুষ। এমনকি ব্যান্ডেজও ফুরিয়ে গিয়েছে।

সেইসাথে খাদ্য, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটেও মানবেতর অবস্থায় দিন পার করছে বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ মানুষ।

এদিকে, গাজায় এখন টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছেই বলা যায়।

এই ব্ল্যাকআউটের কারণে গাজার গণনৃশংসতা ঢাকা পড়তে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জ্যেষ্ঠ গবেষক ডেবোরা ব্রাউন।

এর আগে, দ্য কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) গাজার তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে।

তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে যে, এটি করা না হলে ইসরায়েল গাজা যুদ্ধের সবটুকু চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে না। এর ফলে এই যুদ্ধকে ঘিরে নানান প্রোপাগান্ডা ও গুজব ছড়ানোর ঝুঁকি তৈরি হবে বলেও আশঙ্কা করছে সংগঠনটি। এদিকে হামলার মধ্যে যোগাযোগ করতে না পারলে মধ্যে যাদের জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা দরকার তারা হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্সের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসুস।

এজন্য যোগাযোগের সব চ্যানেল জরুরি ভিত্তিতে চালু করা উচিত বলে তিনি জানান।

গাজায় সর্বাত্মক অবরোধ ঘোষণার এ সপ্তাহের মাথায় ইসরায়েল ওই উপত্যকায় বিদ্যুৎ, খাদ্য এবং জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এরপর ২১শে অক্টোবর প্রথমবারের মতো মিশরের রাফাহ সীমান্ত দিয়ে গাজায় ত্রাণ প্রবেশ করতে শুরু করে। তবে ত্রাণবাহী মাত্র ২০টি ট্রাককে প্রবেশের অনুমতি দেয় ইসরায়েল। ওইসব ট্রাকে খাবার, জল ও ওষুধ ছাড়াও কফিন ছিল। জাতিসংঘ বলছে, এই ট্রাকগুলোতে পৌঁছানো মানবিক সহায়তার পরিমাণ গাজার প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই সামান্য। দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের ফিলিস্তিনি শাখার কর্মকর্তা জেসন লি বলেছেন, গাজায় যে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে তা মহাসমুদ্রে এক ফোঁটা পানির মতো। এদিকে বিমান থেকে প্যারাসুটের মাধ্যমে গাজায় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ দিয়েছে জর্ডান।

রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি অবলম্বে গাজায় সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি গাজায় ত্রাণ সহায়তা সরবরাহের জন্য বার বার গাজায় প্রবেশের আবেদন জানিয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক এই সংঘাতময় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিবিসির সংবাদদাতা একটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে থাকা ইসরায়েল এমন কোন চুক্তিতে যাবে না যা হামাসকে ক্ষমতায় রাখবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনসহ অনেকেই বলেছেন, যুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র উপায় হল ইসরায়েলের পাশাপাশি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু উভয় দিকে এখন যে নেতৃত্ব আছে তাদের দ্বারা এটা সম্ভব নয়।

আর দুই পক্ষের বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই সংঘাতের অবসান না হলে, দুই দিকের আরো অনেক প্রজন্ম যুদ্ধের মুখোমুখি হবে, এমন আশঙ্কাই থেকে যায় বলে বিবিসির সংবাদদাতা মনে করেন।

টুকরো খবর

রেশন বন্টনের দুর্নীতি কাণ্ডে বকিবুর রহমান কে ব্যাঙ্কশাল আদালতে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে নির্দেশ বিচারক চৈতালি ব্যানার্জি

কলকাতাঃ বৃহস্পতিবার আদালতে ইডির তরফে বাকিবুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি চাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করারও অনুমতি চাওয়া হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির তরফে। বাকিবুরের আইনজীবী আদালতে প্রশ্ন তোলেন, এই মামলায় যাঁরা মূল অভিযুক্ত, তাঁদের কাউকে কি ধরা হয়েছে? বাকিবুরের আইনজীবী এই প্রশ্নও তোলেন যে, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে যুক্ত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে কি না। উত্তরে ইডির আইনজীবী জানান, সব তথ্যপ্রমাণই পাওয়া গিয়েছে।ইডির আইনজীবী জানান, আগে কিছু হয়নি, কারণ বাকিবুরের মাথার উপরের কারও আশীর্বাদের হাত ছিল। দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ শুক্রবারের রিম্যান্ড কপিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলেও দাবি করেন ইডির কৌঁসুলি।ইডির তরফে আগেই দাবি করা হয়েছিল যে, পেশায় ব্যবসায়ী বাকিবুর মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়ের 'ঘনিষ্ঠ'। রেশন 'দুর্নীতি' মামলায় বাকিবুরের গ্রেফতারির পরেই এই মামলায় বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়ের নাম উঠে এসেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর।কী ভাবে আটা নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে, তার একটা ধারণা মিলেছে ইডির নথি থেকে। ইডির নথিতে বলা হয়েছে, মিল মালিকেরা সরকারি অর্থ মিলিয়ে নিতেন কড়ায়গণ্ডায়। কিন্তু তার বিনিময়ে সরবরাহকৃত রেশনের হিসাব মিলত না। প্রতি ১ কেজি আটার দামে অন্তত ২০০ গ্রাম কম আটা দিতেন আটা কলের মালিকেরা। বাংলার রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে এমনই তথ্য উঠে এসেছে ইডির হাতে। ইডি সূত্রে খবর, এই সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে জ্যোতিপ্রিয় এবং বাকিবুরকে। পাশাপাশি, তাঁরা একে অপরকে কী ভাবে চেনেন, দু'জনের সম্পর্ক কী, সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। রেশন নিয়ে দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে কে কে জড়িত, টাকার ভাগবাঁটোয়ারা কী ভাবে হয়েছে তা নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।রেশন বণ্টন 'দুর্নীতি'র টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল সিনেমা তৈরির কাজেও। এই মামলার তদন্তে প্রাথমিক ভাবে তেমনই জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রে খবর, ২০১৪ সালে একটি বাংলা সিনেমা প্রযোজনা করেন বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের 'ঘনিষ্ঠ', অধুনা ইডির হাতে ধৃত বাকিবুর রহমান। এই সিনেমাতেই অভিনয় করেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। ইডি সূত্রের খবর, সিনেমার পোস্টারে প্রযোজক হিসাবে বাকিবুরের নাম ছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, জ্যোতিপ্রিয় 'বালু' নামেও সমধিক পরিচিত।ইডি সূত্রের খবর, সিনেমাটিতে টলিউডের বেশ কয়েকজন অভিনেতা এবং কলাকুশলী কাজ করেছিলেন। সিনেমার একটি ছোট দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল বলিউডের এক অভিনেত্রীকেও। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ইডি সূত্রে আগেই খবর মিলেছিল যে, অবৈধ উপায়ে কালো টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে সাদা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। খোলা হয়েছিল বেশ কিছু ভুয়ো সংস্থাও।ইডি সূত্রে খবর, ২৬ অক্টোবর জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী কন্যাকে তিনটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের ধারণা, ওই তিনটি সংস্থার মাধ্যমে 'কালো টাকা' লেনদেন হয়েছে। তিন জনেই ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ খারিজ করেন। যদিও বাড়িতে তল্লাশির সময় ওই তিন সংস্থার স্ট্যাম্প উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করেছে বলে দাবি ইডির। সহযোগীরা দাবি করেছেন, ওই তিন সংস্থার মালিকানা রয়েছে জ্যোতিপ্রিয়ের হাতে। অন্য দিকে ইডির দাবি, দু'দফায় রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে মোট ৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত ব্যবসায়ী বাকিবুর। ইডি সূত্রের খবর, বাকিবুরের সঙ্গে তাঁর কর্মীদের হোয়াট্‌সঅ্যাপ চ্যাটে এই টাকা লেনদেনের কথা উঠে এসেছে। তিনি যে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রীকে টাকা দিয়েছিলেন, ইডির জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তেমনটা নাকি স্বীকারও করে নিয়েছেন বাকিবুর। ইডি জানিয়েছে, বাকিবুরকে গ্রেফতারির সময় যে মোবাইলগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তা ঘেঁটেই লেনদেনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। প্রকাশ্যে এসেছে 'এমআইসি' নামক এক ব্যক্তিকে একাধিক বার টাকা দেওয়ার তথ্যও। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই 'এমআইসি'র অর্থ 'মিনিস্টার ইন চার্জ' এবং সেই মন্ত্রী আর কেউ নন, খোদ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়।ইডির তরফে আগেই দাবি করা হয়েছিল, বাকিবুর মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়ের 'ঘনিষ্ঠ'। রেশন 'দুর্নীতি' মামলায় পেশায় ব্যবসায়ী বাকিবুরের গ্রেফতারির পরেই এই মামলায় জ্যোতিপ্রিয়ের নাম উঠে এসেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। ইডি সূত্রে খবর, পার্ক স্ট্রিট, নিউ টাউন রাজারহাট এলাকায় ফ্ল্যাট রয়েছে বাকিবুরের। এ ছাড়াও আরও একাধিক জায়গায় মোট আট থেকে ন'টি ফ্ল্যাটের হদিস মিলেছে। বিভিন্ন সংস্থায় বাকিবুরের শেয়ার রয়েছে। এমন মোট ছ'টি সংস্থার কথা জানতে পেরেছেন ইডি আধিকারিকেরা। কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছ'টি সংস্থায় বাকিবুরের শেয়ারের পরিমাণ সাড়ে ৫০ কোটি টাকার বেশি। হোটেল, পানশালা ছাড়াও একটি হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা ছিল বাকিবুরের। সব মিলিয়ে তাঁর মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ৯০টির বেশি সম্পত্তি বর্তমানে ইডির আতশকাচের নীচে। এগুলি দুর্নীতির টাকায় গড়া কি না, এর সঙ্গে দুর্নীতির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দায়িত্ব নিতে চাইছে না কমান্ড হাসপাতাল । কারণ, তাদের অত্যাধিক রোগীর চাপ রয়েছে। সেই কারণেই শনিবার আদালতে আবেদন জানায় কমান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে, সেই আর্জি নাকচ করে দিয়েছে আদালত। শুক্রবার, যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটাই বজায় থাকবে। যদি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আবেদন করতে চায়, তাহলে তাদের অন্য আদালতে যেতে হবে।রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার মন্ত্রীকে অন্য কোনও হাসপাতালে শিফট করার জন্য আবেদন করে কমান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের আইনজীবীর দাবি, আমরা ওভার বার্ডেনড। বিচারককে কমান্ড হাসপাতালের কর্নেল বলেন, কমান্ড হাসপাতাল নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির জন্য বেঁধে দেওয়া আছে। এই হাসপাতাল সেনাবাহিনী ও তার পরিবারের জন্য চিহ্নিত।তবে, এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিচারক জানান, এই নির্দেশ বদলানো যাবে না। তিনি বলেন, জ্যোতিপ্রিয়র শারীরিক পরিস্থিতি দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। সে ক্ষেত্রে আগে থেকেই কেন কমান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ধরনের আবেদন করছে! অভিযুক্তর শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানতে চান বিচারক।সূত্রের খবর, এদিন গভমেন্ট হসপিটালে দুজন চিকিৎসক গিয়ে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয়কে দেখে আসেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
08:11:2023

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে মালিকদের প্রস্তাব মেনে নিল সরকার

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সাড়ে ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পহেলা ডিসেম্বর থেকে নতুন মুজরি কাঠামো কার্যকর হবে বলে সরকার জানিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে টানা শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের সাথে সরকারের আলোচনার পর এই ঘোষণা এলো। শ্রমিক ও সরকারের সাথে আলোচনার পর আট হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ১২ হাজার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মালিক পক্ষ। সরকার সেই প্রস্তাবই মেনে নিয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান।। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, শ্রমিকদের মজুরি কাঠামোতে পাঁচটি গ্রেড থাকবে। মোট মজুরির মধ্যে মূল বেতন হবে ৬৩ শতাংশ। তার মানে ১২ হাজার ৫০০ টাকা মোট মজুরির মধ্যে মূল বেতন হবে ৭ হাজার ৮৭৫ টাকা। এটি ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। ফলে শ্রমিকরা নতুন কাঠামো অনুযায়ী মজুরি পাবেন আগামী বছরের জানুয়ারিতে। পোশাক শ্রমিকরা যেন বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারে, সেজন্য আগামী জানুয়ারিতে পোশাক শ্রমিকদের প্রতিটি পরিবারকে একটি করে টিসিবি কার্ড দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী।

আরবরা ৫০ বছর আগে তেলকে যেভাবে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার ঘটনায় ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে আবারও সহিংসতা শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের বাকি অংশেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে এইরকম এক সহিংসতার সময় তেল বিশেষ একটি অস্ত্র হয়ে উঠেছিল আরব দেশগুলোর জন্য।

বিশ্বে তথাকথিত সেই 'তেল সংকটের' পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। আজ মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্র যে এতোটা সমৃদ্ধ, সেটার ভিত্তি স্থাপন করেছিল তাদের শক্তিশালী তেল সম্পদ। সেই সময় ওই সংকট যুক্তরাষ্ট্রকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়ার মতো হুমকির সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরায়েলের সাথে তাদের আরব প্রতিবেশীদের যতো যুদ্ধ বেধেছে তার মধ্যে একটি বড় ট্রিগার হিসেবে কাজ করেছে এই তেল।

ইয়ামে কিপুর যুদ্ধে ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়ে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে মিশর এবং সিরিয়া, ইসরাইলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

সেই সাথে সৌদি আরবের নেতৃত্বে তেল রপ্তানিকারক আরব দেশগুলো ওয়াশিংটন এবং তার মিত্রদের উপর তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়।

এতে সে সময় অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব অর্থনীতির ভীত নড়ে ওঠে।

১৯৭৩ সালে কেমন ছিল বিশ্ব

১৯৭৩ সালে গোটা বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ের নেতৃত্বে থাকা দেশগুলোর দুটি জোটের একটি স্নায়ু যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। যদিও উভয় শক্তি সরাসরি সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু তাদের সমর্থনকারী তৃতীয় দেশগুলোর স্থানীয় সংঘর্ষে জড়িত হয়েছিল।

তখন দুই মেরুতে বিভক্ত বিশ্বে বেশ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ সবাই ভয়ে ছিল দুটি পরাশক্তির মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

তবে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তি পুরোপুরি তেলের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই তেলকে ব্ল্যাক গোল্ড বা কালো সোনাও বলা হতো।

কারণ এই তেল শিল্প বিকাশের কারণে অটোমোবাইল বা গাড়ির সুবিধা সব স্তরের ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যায়।

তখন পর্যন্ত, তেল তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে বেশ সহজলভ্য ছিল।

কারণ সে সময় পশ্চিমা কোম্পানিগুলো তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে - বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুবিধাজনক দামে তেল কিনতে পারতো।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সরবরাহকারী হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য ক্রমেই সারা দুনিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে আরব ইসরায়েল সংঘাত বেধে যায়। মধ্যপ্রাচ্য যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে সেটা ওই সংঘাতের সময়ই টের পেয়েছিল বিশ্ব।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

সে সময় আন্দোলনকারীরা হেনরি কিসিঞ্জার নামে একজন ইহুদি কূটনীতিকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। যাকে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

কেননা মি. কিসিঞ্জারকে ওই সংঘাত বন্ধের জন্যই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু সদ্য ঘোষিত আরেকটি যুদ্ধ হঠাৎ করেই বিশ্বের নজর কেড়ে নেয়।

১৯৭৩ সালের ৬ই অক্টোবর, মিশর এবং সিরিয়ার নেতৃত্বে একটি আরব জোট ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করে। ইহুদিদের পবিত্র দিন ইয়ামে কিপুরের ছুটির সময় থেকে সেই সংঘাত বেধে যায়।

ওই যুদ্ধের মাধ্যমে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আনোয়ার আল সাদাত এবং সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ, ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের দখলকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

মস্কো তাদের মিত্র দেশ সিরিয়া এবং মিশরের জন্য সামরিক সরবরাহ পাঠাতে শুরু করে।

তখন নিক্সনও একটি সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। ওয়াশিংটন ইসরায়েলে সামরিক সামগ্রী পাঠাতে শুরু করে, যা আরব বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

এগারো দিন পরে, আরবের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো তাদের উৎপাদন কমানোর ঘোষণা দেয়।

এরপর তারা যুক্তরাষ্ট্রসহ ইসরায়েলকে সমর্থনকারী অন্যান্য দেশ যেমন নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয়।

পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংস্থা ওপেক এ নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় আছে সৌদি আরব।

ছয়ই অক্টোবরের সংঘাত শুরুর পর থেকে সৌদি আরব তেলের উৎপাদন কমানোর পদক্ষেপ নিলে বিশ্ব এক দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক এবং ভূরাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে।

তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র একটা শিক্ষা পেয়েছিল যে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহের বিষয়টিকে হেলাফেলা করা যাবে না।

তৎকালীন সৌদি বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আজিজ, এই পদক্ষেপের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। যদিও অনেকে এর পেছনে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আনোয়ার আল সাদাতের ভূমিকা থাকার বিষয়টিও তুলে ধরেন।

ইহুদিদের আলাদা রাষ্ট্র বা জিউইশ স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র যদি সরাসরি ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ সমর্থন করতো, তাহলে আল সাদাত কয়েক মাস আগেই পরিকল্পিতভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশ্লেষক হিসেবে বহু বছর কাজ করেছেন গ্রায়েম ব্যানারম্যান। তিনি বিবিসি মুন্ডোকে বলেছেন যে সাদাত এবং ফয়সাল এতে সম্মত না হলে কখনই নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতো না।

কানাডার ওয়াটারলু ইউনিভার্সিটির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বেসমা মোমানি বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, তখনকার আরব ঐক্যের চেতনা বর্তমান সময়ের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল।

যে দেশগুলো ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে মিশরের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা সামরিক শক্তির বাইরেও তেলের শক্তি আরেকটি বিকল্প হয়ে ওঠে।

তারা বুঝতে পেরেছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা প্রশ্নে মধ্যপ্রাচ্যের এই তেল সম্পদ রপ্তানিকারক দেশগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে।

এরপর অনেক আলোচনার পর, ১৯৭১ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণের ওপর ভিত্তি করে ডলারের মূল্য নির্ধারণ বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগ পর্যন্ত প্রতি আউন্স স্বর্ণের ভিত্তিতে ডলারের দাম নির্ধারিত হতো। ব্রেটন উডস অ্যাকর্ড অনুযায়ী, এই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি গড়েছিল।

নিক্সনের এই পদক্ষেপের কারণে তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারা আগে মূলত ডলারে তেল বিক্রি করতো। কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড উঠে যাওয়ায় তারা তেলের নিশ্চিত মূল্য বুঝতে পারছিল না।

বরং তেলের দাম এমন একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেছিল যার কারণে তেলের মূল্য কেমন হতে পারে সে বিষয়ে ধারণা করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মার্কিন ডলারের বিপরীতে অন্যান্য মুদ্রার মুক্ত বিনিময় হার বিষয়টিকে জটিল করে তোলে।

বেশ কয়েকটি আরব দেশ, বহু বছর ধরে তাদের দাবিগুলোকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে আসছিল।

কিন্তু অন্যরা, যেমন সৌদি আরব নিজেই, এই আহ্বানে সাড়া দিতে রাজি হয়নি। সম্ভবত এই ভয়ে যে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো তাদের পরিবর্তে বিকল্প তেল সরবরাহকারী খুঁজে পাবে।

স্পেনের মাদ্রিদের কমপ্লুটেন্স ইউনিভার্সিটির আরব এবং ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক হ ˋ গ না ি স ও আলভারেজ ওসোরিও বিবিসি মুন্ডোকে বলেছেন যে বাস্তবে বাদশাহ ফয়সাল অনেক ঘটনা প্রবাহের কারণে কিছুটা বাধ্য হয়ে এবং অনেকটা অনিচ্ছার সাথেই নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ আলজেরিয়ার মতো অনেক দেশ আরও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানিয়েছিল।

নিক্সন যখন আরব শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য ইসরায়েলের গোল্ডা মেয়ার সরকারকে সামরিক সাহায্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের বিকল্পটি ব্যবহার করতে শুরু করে দেশগুলো। এতে যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ বিপদে পড়তে হয়।

নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার তাৎক্ষণিক প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম, যা সেই বছরের জুলাইয়ে দুই দশমিক ৯০ মার্কিন ডলার থাকলেও ডিসেম্বরে একলাফে বেড়ে ১১ দশমিক ৬৫ মার্কিন ডলারে পৌঁছায়।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্যাস স্টেশনগুলোতে পেট্রোল ফুরিয়ে যায় এবং জ্বালানি তেলের অপেক্ষায় কয়েক মাস ধরে অসংখ্য গাড়ি লাইন ধরে অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

এটি সেসময় একটি সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। বেশ কয়েকটি রাজ্যে জ্বালানি রেশনিং ব্যবস্থা আরোপ করা হয়। যে দেশের মানুষ মোটরচালিত যান ভালোবাসে, যে দেশে অটোমোবাইলকে স্বাধীনতার প্রতীক ধরা হয় এবং তথাকথিত আমেরিকান ড্রিমের মূল্যবোধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়, সেখানে পেট্রোলের ঘাটতি ছিল এক নজিরবিহীন ধাক্কা এবং অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের কষাঘাত।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন কমে ছয় শতাংশে এবং বেকারত্ব দ্বিগুণ হয়ে নয় শতাংশে পৌঁছায়। দেশটির লাখ লাখ নাগরিক মন্দার পরিণতি কেমন হতে পারে তা অনুভব করেছিল।

দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) এর বিশ্লেষক এবং প্রাক্তন এজেন্ট ব্রুস রিডেলের মতে, সৌদি আরবের এই নিষেধাজ্ঞার কারণে অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়ে। ১৮১৫ সালে ব্রিটিশরা ওয়াশিংটনকে পুড়িয়ে দেওয়ার পর ওই প্রথম দেশটি এতোটা ক্ষতির মুখে পড়লো।

সেই সময় থেকে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ওই আরব দেশগুলোর রাজধানীতে বারবার ভ্রমণ করতে থাকেন যেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। ততদিনে ইয়ামে কিপুর যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

অনেক আমেরিকান পরিবার এবং বিভিন্ন দেশ থেকে তেল আমদানি করা কোম্পানিগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের জনজীবনে স্বাভাবিক রূপে ফিরে আসে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশগুলো যদিও এতে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারেনি। বরং যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর ধরে ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে গেছে।

তবে তাদের কর্মকাণ্ড বিশ্ব পরিচালনা ও মানুষের চিন্তা চেতনায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায় যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। ইসরায়েলে আক্রমণ চালানোর জন্য আনোয়ার আল সাদাত যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন তা তিনি অর্জন করতে পারেনি। তবে তিনি ইসরায়েলের নেতাদের এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনি সত্যিকারের সামরিক হুমকি তৈরি করতে পারেন।

যার কারণে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় ১৯৭৮ সালে ঐতিহাসিক ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

ওই চুক্তির আওতায় ইসরায়েল তাদের দখলকৃত সিনাই উপদ্বীপ মিশরকে ফিরিয়ে দেয়।

ব্যানারম্যান মনে করেন যে মার্কিন নীতির পরিবর্তন ছাড়া ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি কখনই সম্ভব হত না যা নিষেধাজ্ঞা আরোপকে উস্কে দিয়েছে।

সিনাই উপত্যকা ফিরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে মিশর ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়া প্রথম আরব দেশ হয়ে ওঠে। এমন এক সিদ্ধান্তের কারণে আল সাদাত বেশিরভাগ আরব বিশ্বের কাছে অপছন্দের ব্যক্তিতে পরিণত হন।

এই একই কারণে পশ্চিমা দেশগুলো তাকে মহান শান্তিবাদী নেতা হিসাবে দেখতে শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় মিশর সোভিয়েত রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে পশ্চিমা দেশ ও ওয়াশিংটনের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কারণে পদত্যাগ করেন।

তিনিই ইতিহাসের একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি কার্যালয় থেকে পদত্যাগ করেছেন।

এরপর বাদশাহ ফয়সালকে তারই ভাতিজা হত্যা করে। রিয়াদে একটি রাজকীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আততায়ী কিছু সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। ওই ঘটনার সাথে মার্কিন কেন্দ্রীয় সংস্থা সিআইএ জড়িত থাকতে পারে এমন সন্দেহ দানা বাধলেও তা কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সস্তা তেলের যুগ চিরতরে শেষ হয়ে যায় এবং এর দাম বৃদ্ধির বিষয়টি মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা অর্জনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূচক হয়ে ওঠে।

১৯৭৯ সালের ইরানী বিপ্লব বা ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলটি যতবারই অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে, ততবার অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে এবং বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার পরে, ওপেক এতদিন পর্যন্ত বিশ্বের জ্বালানি বাজারে একটি নমনীয় ভূমিকা পালন করলেও এই জোটে নতুন সদস্যরা যোগ হতে থাকলে সংস্থাটির আচরণ বেশ কঠোর হয়ে ওঠে।

তেলের উচ্চমূল্য ধরে রাখতে এবং প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ রাখতে ওপেক তেল প্রস্তুতকারক বা সরবরাহকারীদের একটি শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হয়। এক কথায় ওপেক শক্তিশালী কার্টেল হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। সংস্থাটি তাদের বিভিন্ন সভায় সদস্য দেশগুলোর তেল উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। দেশগুলো বেশ গুরুত্বের সাথে সেই নিয়মগুলো মেনে চলে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ যার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশও রয়েছে তাদের বিপুল তেল সম্পদ থাকলেও এই উৎস থেকে তারা এতদিন সেভাবে আয় করেনি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী তেলের বাণিজ্য লাভজনক হয়ে ওঠায় ওই উন্নয়নশীল দেশগুলো এতদিন যে দেরী করেছে তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য, তেল রপ্তানিকে তাদের আয়ের একটি উৎস হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

গাজা 'শিশুদের কবরস্থানে' পরিণত হচ্ছে ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা ঃ জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, ইসরায়েলের হামলা জোরদার হওয়ার সাথে সাথে গাজা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতি ঘণ্টা পার হওয়ার সাথে সাথে মানবিক অস্ত্রবিরতির প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি বাড়ছে। এরআগে এক যৌথ বিবৃতিতে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বলে, গাজা এবং ইসরায়েলে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড ভয়াবহ। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা জোরদার হয়েছে। তারা দাবি করছে যে, তারা হামাসের অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা করছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু কমানোর চেষ্টা করছে। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রে এবিসি নিউজকে বলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গাজার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে ইসরায়েলের হাতে।

সোমবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে তারা গত ২৪ ঘণ্টায় হামাসের সাড়ে চারশো স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার স্থানও।

মানবিক সংকটের তুলনায় বেশি কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটি এখন মানবতার সংকটের পরিণত হয়েছে। হামাস ও ইসরায়েলের পরস্পরকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো শুরুর মাস পূর্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, শত শত মেয়ে ও ছেলে শিশু হয় নিহত হয়েছে নাহলে আহত হয়েছে। গুতেরেস আবারো জরুরী অস্ত্রবিরতির আহ্বান জানান। তার এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেন। তিনি তার এক্স (সাবেক টুইটার) এ দেয়া পোস্টে জাতিসংঘের প্রধানকে ট্যাগ করে লিখেছেন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। ৩০ জনেরও বেশি অপ্রাপ্তবয়স্ক যাদের মধ্যে নয় মাস বয়সী শিশুও রয়েছে যারা তাদের বাবামাকে চোখের সামনে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করতে দেখেছে তাদেরকে গাজা উপত্যকায় জোর করে আটকে রাখা হয়েছে, তিনি বলেন।

তিনি আরো বলেন, গাজার সমস্যা হচ্ছে হামাস। সন্ত্রাসী সংগঠন নিশ্চিহ্ন করতে ইসরায়েলের পরিচালিত হামলা নয়। গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর পঞ্চম সপ্তাহ চলছে। কিন্তু এরপর

গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ১০ হাজার ২২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে চার হাজার ১০৪ জন শিশু রয়েছে। হামাসের হামলায় ১৪শ ইসরায়েলি নিহত এবং ২০০ জনের বেশি জনকে জিম্মি করার পর গাজায় বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, যুদ্ধ শেষ হলে গাজা উপত্যকার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইসরায়েলের হাতে থাকবে।

মার্কিন চ্যানেল এবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

সেখানে তিনি জিম্মিদের মুক্তি দেয়ার শর্ত ছাড়া অস্ত্রবিরতির আহ্বান নাকচ করে দিয়েছেন। গত সাতই অক্টোবর হামাস জিম্মিদের আটক করেছিল। তবে মানবিক বিরতি সম্ভব হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। কৌশলগত বিরতির কথা যদি হয় যে এক ঘণ্টা এখানে, এক ঘণ্টা সেখানে এর আগেও আমরা এটা করেছি। আমার মনে হয় আমরা পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখবো যাতে করে পণ্যসামগ্রী, মানবিক পণ্য প্রবেশ করতে দেয়া হয় এবং আমাদের জিম্মি বা কোন এক জিম্মিকে ছেড়ে দেয়া হয়, বলেন তিনি। বিবিসির লাইভ রিপোর্টার স্যাম হ্যানকক বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন, গাজা খুব দ্রুত শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে। সোমবার ভাষণ দেয়ার সময় আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, এই উপত্যকার পরিস্থিতি এটি থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গাজায় থাকা হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এরইমধ্যে ১০ হাজার ২২ জন মানুষ নিহত হয়েছে। যাদের মধ্যে চার হাজার ১০৪ জন শিশু রয়েছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত গাজায় একটি মানবিক বিরতির আহ্বান জানিয়েছেন। নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার এক বৈঠকের পর রাষ্ট্রদূত নিকোলা ডি রিভিয়ের এ ধরণের বিরতি স্থায়ী হওয়া উচিত এবং এটি অস্ত্রবিরতির দিকে এগিয়ে নেয়া উচিত। তবে তার এই অবস্থানের বিরোধিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো পশ্চিমা দেশগুলো। তারা বলছে, অস্ত্র বিরতি শুধু হামাসের জন্যই লাভজনক হবে। এরআগে সোমবার সকালে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কিরবি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে না যে, সাধারণ একটি অস্ত্র বিরতি এই সময়ের জন্য উপযুক্ত। ডি রিভিয়েরে আরো বলেন, বৃহস্পতিবার প্যারিসে একটি মানবিক কনফারেন্স করবে ফ্রান্স যেখানে গাজার জন্য আরো সহায়তা সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। জাতিসংঘের মহাসচিব এরইমধ্যে সতর্ক করে বলেছেন যে, যুদ্ধ আসলে গাজা উপত্যকা ছাড়িয়ে তা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ছে। লেবাননের সাথে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তে যেখানে আন্তঃসীমান্ত গোলা ছোড়াছুড়ি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে সেখানে সোমবারও সংঘর্ষ হয়েছে। এরআগে হামাস বলেছে, তারা লেবানন থেকে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ১৬টি রকেট ছুড়েছে।